পঞ্চম অধ্যায়

বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং
মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্ ।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবসিদ্ধঃ
পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **দ্বারি**—উৎসস্থলে; **দ্যু-নদ্যাঃ**—স্বর্গের নদী গঙ্গার; **ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ; **কুরূণাম্**—কুরুদের; **মৈত্রেয়ম্**—মৈত্রেয়কে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট অবস্থায়; **অগাধ-বোধম্**—অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **উপসৃত্য**—নিকটবর্তী হয়ে; **অচ্যুত**—অচ্যুত ভগবান; **ভাব**—চরিত্র; **সিদ্ধঃ**—পূর্ণ; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **সৌশীল্য**—সুশীলতা; **গুণ-অভিতৃপ্তঃ**—দিব্য গুণাবলীর প্রভাবে তৃপ্ত।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর যিনি ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে নিষ্ণাত ছিলেন, এইভাবে সুরধুনী গঙ্গার উৎসস্থলে (হরিদ্বার) পৌঁছে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি মৈত্রেয়কে উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করলেন। সৌম্যতায় পরিপূর্ণ এবং দিব্য গুণাবলীর প্রভাবে পরিতুষ্ট বিদুর তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

অচ্যুত ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রভাবে বিদুর ইতিমধ্যেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক, কিন্তু পরিমাণগতভাবে ভগবান যে কোন জীব থেকে অনেক অনেক গুণে মহত্তর। তিনি চিরকাল অচ্যুত, কিন্তু

জীব মায়ার প্রভাবে অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন। বিদুর অচ্যুতভাব প্রাপ্ত হওয়ার প্রভাবে অথবা যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন হওয়ার ফলে, ইতিমধ্যেই সাধারণ বদ্ধ জীবের পতনোন্মুখ প্রবৃত্তি অতিক্রম করেছিলেন। জীবনের এই স্তরকে বলা হয় *অচ্যুতভাবসিদ্ধ* বা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সিদ্ধিলাভ। তাই, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন যে কোন ব্যক্তিই একজন মুক্ত আত্মা এবং সমস্ত প্রশংসনীয় গুণে ভূষিত। হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে এক নির্জন স্থানে বিদগ্ধ মৈত্রেয় ঋষি উপবিষ্ট ছিলেন, আর সমস্ত দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বিদুর তখন তাঁর কাছে প্রশ্ন করার জন্য তাঁর সমীপবর্তী হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা ।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সুখায়**—সুখ লাভের জন্য; **কর্মাণি**—সকাম কর্মসমূহ; **করোতি**—সকলেই তা করেন; **লোকঃ**—এই জগতে; **ন**—কখনই না; **তৈঃ**—সেই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা; **সুখম্**—কোন প্রকার সুখ; **বা**—অথবা; **অন্যৎ**—ভিন্নভাবে; **উপারমম্**—তৃপ্তি; **বা**—অথবা; **বিন্দেত**—লাভ করে; **ভূয়ঃ**—পক্ষান্তরে; **ততঃ**—সেই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দুঃখম্**—ক্লেশ; **যৎ**—যা; **অত্র**—এই পরিস্থিতিতে; **যুক্তম্**—সঠিক পন্থা; **ভগবান্**—হে মহান্; **বদেৎ**—দয়া করে প্রকাশ করুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

বিদুর বললেন, হে মহর্ষি! এই জগতে সকলেই জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার ফলে তাদের জড় সুখও লাভ হয় না অথবা দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না, পক্ষান্তরে, তাদের অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই লাভ হয়। তাই আপনি দয়া করে আমাদের বলুন, প্রকৃত সুখ লাভের জন্য কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

বিদুর মৈত্রেয়কে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করেছিলেন, যেগুলি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্ধব বিদুরকে বলেছিলেন, মৈত্রেয় ঋষির কাছে গিয়ে ভগবানের নাম, যশ, গুণ, রূপ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে, এবং তাই মৈত্রেয়ের কাছে গিয়ে বিদুরের সেই প্রশ্নগুলি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক নম্রতার বশে তিনি প্রথমেই ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে, সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তাকে প্রথমে মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। মায়ার প্রভাবে মানুষ মনে করে যে, সকাম কর্মের মাধ্যমে সে সুখী হতে পারবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তার ফলে মানুষ কর্মের বন্ধনে অধিক থেকে অধিকতরভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং জীবনের সেই সমস্যার কোন সমাধান সে খুঁজে পায় না। এই সম্পর্কে একটি সুন্দর গান রয়েছে—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।" প্রকৃতির নিয়ম এমনই। সকলেই জড়জাগতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এতই নিষ্ঠুর যে, তার সেই সমস্ত পরিকল্পনায় সে আগুন লাগিয়ে দেয়। সকাম কর্মীরা তাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে সুখী হতে পারে না, এবং তাদের নিরন্তর সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না।

শ্লোক ৩

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য ।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য ॥ ৩ ॥

জনস্য—জনসাধারণের; **কৃষ্ণাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **বিমুখস্য**—ভগবৎ বিমুখ ব্যক্তির; **দৈবাৎ**—বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের দ্বারা; **অধর্ম-শীলস্য**—অধর্মপরায়ণ ব্যক্তির; **সু-দুঃখিতস্য**—যারা সর্বদা অত্যন্ত দুঃখী; **অনুগ্রহায়**—কৃপা করার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **চরন্তি**—বিচরণ করেন; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **ভূতানি**—ব্যক্তিদের; **ভব্যানি**—মহান উপকারী ব্যক্তিগণ; **জনার্দনস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

হে প্রভু! বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্মুখ, অধর্মপরায়ণ, অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবার জন্য পরোপকারী মহাপুরুষেরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে এই মর্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার অনুকূল আচরণ করা প্রতিটি জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলে জীব ভগবৎ বিমুখ হয়ে জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত কারোরই অন্য আর কিছু করণীয় নেই। তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য যে কোন কার্যকলাপই ন্যূনাধিকরূপে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণমাত্র। সমস্ত সকাম কর্ম, কল্পনাপ্রসূত দার্শনিক জ্ঞান এবং যোগ অনুশীলন ন্যূনাধিকরূপে ভগবানের অধীনতার বিরোধী, এবং যে সমস্ত জীব এই প্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তারাই ন্যূনাধিকরূপে ভগবানের অধীন জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা দণ্ডিত হয়। মহান শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদাই অধঃপতিত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, এবং তাই তাঁরা বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন। ভগবানের এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য ভগবানের বাণী বহন করেন, এবং তাই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জনসাধারণের কর্তব্য তাঁদের সাহচর্য লাভের সুযোগ গ্রহণ করা।

শ্লোক ৪

তৎসাধুবর্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্ ।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥ ৪ ॥

তৎ—অতএব; **সাধু-বর্য**—হে সাধুশ্রেষ্ঠ; **আদিশ**—দয়া করে নির্দেশ দিন; **বর্ত্ম**—পথ; **শম্**—মঙ্গলময়; **নঃ**—আমাদের জন্য; **সংরাধিতঃ**—পূর্ণরূপে আরাধিত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যেন**—যার দ্বারা; **পুংসাম্**—জীবের; **হৃদি**

স্থিতঃ—হৃদয়ে বিরাজমান; **যচ্ছতি**—প্রদান করেন; **ভক্তি-পূতে**—শুদ্ধ ভক্তকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **স**—সেই; **তত্ত্ব**—সত্য; **অধিগময়্**—যার দ্বারা শেখা যায়; **পুরাণম্**—প্রাচীন, প্রামাণিক।

অনুবাদ

অতএব, হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে উপদেশ দান করুন, যার ফলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে আরাধিত হয়ে, কৃপাপূর্বক অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেদ এবং পুরাণের প্রামাণিক আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান, যা তিনি কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই দান করেন, তা যেন আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে পরমতত্ত্ব, অদ্বয় জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও, ব্যক্তিবিশেষের জানবার ক্ষমতা অনুসারে, তিনরূপে উপলব্ধ হন। জ্ঞান এবং কর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন সবচাইতে যোগ্য অধ্যাত্মবাদী। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল হৃদয় কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ আদি সর্বপ্রকার জড় আবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। হৃদয় এইভাবে বিশুদ্ধ হলেই কেবল হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান উপদেশ প্রদান করেন, যার ফলে ভগবদ্ভক্ত তাঁর চরম লক্ষ্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাম্*। ভক্তের প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে ভগবান ভক্তকে দিব্যজ্ঞান দান করেন, ঠিক যেভাবে তিনি অর্জুন এবং উদ্ধবকে দান করেছিলেন।

জ্ঞানী, যোগী এবং কর্মীরা এই রকম সরাসরিভাবে ভগবানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারে না। তারা অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করতে পারে না, এমনকি তারা ভগবানের এই প্রকার সেবায় বিশ্বাস পর্যন্ত করে না। বিধি-নিষেধের অনুশীলনের মাধ্যমে যে বৈধী ভক্তির পন্থা তা প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, এবং মহান আচার্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই অনুশীলনের ফলে কনিষ্ঠ ভক্ত রাগভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে, এবং তখন ভগবান চৈত্যগুরুরূপে অন্তর থেকে সাড়া দেন। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে না, কেননা তারা ভ্রান্তভাবে সিদ্ধান্ত করে যে, পরম চেতনা এবং স্বতন্ত্র জীবের চেতনা এক ও অভিন্ন।

এই প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে অভক্তেরা হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার অযোগ্য হয়, এবং তাই তারা ভগবানের সাক্ষাৎ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই প্রকার অদ্বৈতবাদী যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে জানতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন আরাধ্য এবং ভক্ত একই সময়ে ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন, তখনই কেবল সে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হতে পারে। সেই স্তর থেকেই শুদ্ধ ভক্তি শুরু হয়। ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদীরা পরম সত্যকে জানার যে পন্থা অবলম্বন করে, তা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু, ভক্ত সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে পরম সত্যকে জানতে পারেন, যিনি তাঁদের ভক্তির প্রভাবে তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁদের সেই জ্ঞানদান করেন। নবীন ভক্তদের পক্ষ অবলম্বন করে বিদুর সর্বপ্রথমে মৈত্রেয় ঋষির কাছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যার প্রভাবে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হন।

শ্লোক ৫

করোতি কর্মাণি কৃতাবতারো
যান্যাত্মতন্ত্রো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।
যথা সসর্জাগ্র ইদং নিরীহঃ
সংস্থাপ্য বৃত্তিং জগতো বিধত্তে ॥ ৫ ॥

করোতি—করেন; কর্মাণি—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; কৃত—স্বীকার করে; অবতারঃ—অবতারসমূহ; যানি—সেই সমস্ত; আত্ম-তন্ত্রঃ—স্বতন্ত্র; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ত্রি-অধীশঃ—ত্রিলোকের অধীশ্বর; যথা—যতখানি; সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অগ্রে—প্রথমে; ইদম্—এই জগৎ; নিরীহঃ—বাসনারহিত হওয়া সত্ত্বেও; সংস্থাপ্য—স্থাপনা করে; বৃত্তিম্—জীবিকা; জগতঃ—জগতের; বিধত্তে—যেভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, নিস্পৃহ, ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে অবতরণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং তা পালনের জন্য সকলের জীবিকা নির্বাহ করেন, আপনি দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যাঁর থেকে সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তিন পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রকাশিত হন। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিপ্রসূত সমগ্র জড় সৃষ্টি তিনজন পুরুষাবতার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হন, এবং এইভাবে জড়া প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। জড়া প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা ছাগলের গলস্তন থেকে দুধ পাওয়ার চেষ্টা করার মতো। ভগবান স্বতন্ত্র এবং নিস্পৃহ। আমরা যেমন আমাদের জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমাদের গৃহ নির্মাণ করি, ভগবান কিন্তু সেইভাবে তাঁর নিজের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন না। প্রকৃতপক্ষে অনাদি কাল ধরে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা-বিমুখ বদ্ধ জীবদের মায়িক সুখভোগের জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই জগতের ব্রহ্মাণ্ডসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জড় জগতের পালনের জন্য কোন কিছুর অভাব নেই। এই পৃথিবীতে যখন আপাত দৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন মূর্খ জড়বাদীরা বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জগতে যখনই কোন জীব আসে, তার জীবনধারণের সমস্ত আয়োজনও ভগবান তৎক্ষণাৎ করে দেন। অন্যান্য সমস্ত জীবেরা, যাদের সংখ্যা মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি, তারা কখনও তাদের জীবিকানির্বাহের জন্য বিচলিত হয় না; তাদের কখনও অনাহারে মরতে দেখা যায় না। মানবসমাজই কেবল খাদ্যের অভাবে বিচলিত হয়, এবং প্রশাসনিক কূ-ব্যবস্থার আসল ঘটনাকে ঢাকবার উদ্দেশ্যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাত দেখানো হয়। এই জগতে যদি কোন কিছুর অভাব থেকে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে ভগবৎ চেতনার অভাব, তা না হলে ভগবানের কৃপায় এই জগতে কোন কিছুরই অভাব নেই।

শ্লোক ৬

যথা পুনঃ স্বে খ ইদং নিবেশ্য
শেতে গুহায়াং স নিবৃত্তবৃত্তিঃ ।
যোগেশ্বরাধীশ্বর এক এত-
দনুপ্রবিষ্টো বহুধা যথাসীৎ ॥ ৬ ॥

যথা—যতখানি; পুনঃ—পুনরায়; স্বে—তাঁর; খে—আকাশ থেকে (বিরাটরূপ); ইদম্—এই; নিবেশ্য—প্রবেশ করে; শেতে—শয়ন করেন; গুহায়াম্—ব্রহ্মাণ্ডের

অভ্যন্তরে; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **নিবৃত্ত**—বিনা চেষ্টায়; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা; **যোগ-ঈশ্বর**—সমস্ত যোগের ঈশ্বর; **অধীশ্বরঃ**—সব কিছুর অধিপতি; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **এতৎ**—এই; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—অনুপ্রবেশ করে; **বহুধা**—অসংখ্য; **যথা**—যতখানি; **আসীৎ**—বিরাজ করেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁর হৃদয়াকাশে শয়ন করেন, এবং এইভাবে সমস্ত সৃষ্টিকে সেই স্থানে স্থাপন করে তিনি বিভিন্ন যোনিতে প্রকাশিত বহু জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁকে তাঁর ভরণপোষণের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না, কেননা তিনি সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর এবং সব কিছুর অধিপতি। এইভাবে তিনি সমস্ত জীব থেকে পৃথক।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন অংশে বর্ণিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার বিষয়ক প্রশ্নসমূহ বিভিন্ন কল্প সম্বন্ধীয়, এবং তাই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সেই সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন আচার্যেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তার উপর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নেই, তবুও কল্পভেদে কখনও কখনও স্বল্প পার্থক্য হয়ে থাকে। বিরাট আকাশ ভগবানের ভূতাত্মক শরীর, যাকে বলা হয় বিরাটরূপ, এবং সমগ্র জড় সৃষ্টি সেই আকাশে বা ভগবানের হৃদয়ে বিশ্রাম করছে। তাই, জড় দৃষ্টিতে প্রকাশিত প্রথম ভৌতিক অভিব্যক্তি আকাশ থেকে শুরু করে ভূমি পর্যন্ত সব কিছুকে বলা হয় ব্রহ্ম। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*— "ভগবান ব্যতীত আর কিছু নেই, এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়।" জীবেরা হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, কিন্তু জড়া প্রকৃতি তাঁর নিকৃষ্টা শক্তি, এবং এই দুই শক্তির সমন্বয়ের ফলে জড় জগৎ প্রকাশিত হয়, যা ভগবানের হৃদয়ে অবস্থিত।

শ্লোক ৭

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং
ক্ষেমায় কর্মাণ্যবতারভেদৈঃ ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৭ ॥

ক্রীড়ন্—লীলা বিস্তার করে; **বিধত্তে**—তিনি অনুষ্ঠান করেন; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **গো**—গাভী; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **ক্ষেমায়**—মঙ্গল সাধনের জন্য; **কর্মাণি**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **অবতার**—অবতার; **ভেদৈঃ**—ভিন্ন প্রকারে; **মনঃ**—মন; **ন**—কখনই না; **তৃপ্যতি**—সন্তুষ্ট হয়; **অপি**—সত্ত্বেও; **শৃণ্বতাম্**—নিরন্তর শ্রবণ করে; **নঃ**—আমাদের; **সু-শ্লোক**—মঙ্গলময়; **মৌলেঃ**—ভগবানের; **চরিত**—চরিত্র; **অমৃতানি**—অমৃত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী এবং দেবতাদের কল্যাণ সাধনের জন্য, যে ভগবান বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন, তাঁর অমৃতময় চরিতাবলী আপনি আমাদের কাছে দয়া করে বর্ণনা করুন। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ নিরন্তর শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমাদের মন কখনও পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবান এই জগতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ আদি বিভিন্নরূপে অবতরণ করে গাভী, এবং দেবতাদের কল্যাণের জন্য তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন। দ্বিজ অথবা সভ্য মানুষদের সঙ্গে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। সভ্য মানুষ হচ্ছেন তিনি, যিনি দুবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে জীব এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে। পিতা ও মাতার মিলনের ফলে মানুষের জন্ম হয়, কিন্তু সভ্য মানুষ গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসার মাধ্যমে আর একবার জন্মগ্রহণ করে, যিনি তার প্রকৃত পিতা হন। জড় দেহের পিতামাতা কেবল এক জন্মেরই জন্য, এবং পরবর্তী জন্মে তিনি ভিন্ন পিতামাতার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরু হচ্ছেন শাশ্বত পিতা, কেননা শিষ্যকে চিন্ময় ধামে নিয়ে যাওয়া, বা জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনে পরিচালিত করা হচ্ছে সদ্‌গুরুর দায়িত্ব। তাই সভ্য মানুষকে অবশ্যই দ্বিজ হতে হবে, তা না হলে সে নিম্নতর পশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানব শরীরের পূর্ণ বিকাশের জন্য গাভীই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পশু। যে কোন খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা শরীর ধারণ করা যায়, কিন্তু মানব মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতর তন্তুগুলি বিকাশ করার জন্য গাভীর দুধ বিশেষভাবে আবশ্যক, যার ফলে মানুষের দিব্যজ্ঞান উপলব্ধি করার ক্ষমতা লাভ হয়। সভ্য মানুষের কাছে এটি আশা করা যায় যে, সে ফল, শাক, অন্ন, শর্করা এবং দুগ্ধ-প্রধান খাদ্য আহার করে জীবন-

যাপন করবে। বৃষ শস্য ইত্যাদি উৎপাদনে কৃষিকার্যে সহায়তা করে এবং তার ফলে একদিক দিয়ে বৃষ মানবসমাজের পিতা, আর গাভী হচ্ছে মাতা, কেননা গাভী মানবসমাজকে দুধ দান করে। তাই সভ্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে গাভী এবং বৃষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা।

দেবতা অথবা উচ্চতর লোকের জীবেরা মানুষদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তাঁদের জীবনের পরিস্থিতি অনেক উন্নত, তাই তাঁরা মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণ বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলে ভগবানের ভক্ত। ভগবান মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ আদি বহুরূপে অবতরণ করেন সভ্য মানুষ, গাভী ও দেবতাদের রক্ষা করার জন্য, কেননা এঁরা সকলে প্রগতিশীল আত্ম উপলব্ধির নিয়ন্ত্রিত জীবন বিকাশের জন্য সরাসরিভাবে দায়িত্বসম্পন্ন। সমগ্র জড় সৃষ্টি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, বদ্ধ জীব যেন আত্ম উপলব্ধির সুযোগ লাভ করতে পারে। যিনি এই ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁকে বলা হয় সুর বা সভ্য মানুষ। জীবনের এই উচ্চ স্তর বজায় রাখতে গাভী সহায়ক।

দ্বিজ, গাভী এবং দেবতাদের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের সমস্ত লীলা সর্বতোভাবে চিন্ময়। ভাল গল্প ও বর্ণনা শোনার প্রবণতা মানুষদের রয়েছে, তাই উন্নতিশীল প্রাণীদের রুচির পরিতৃপ্তির জন্য বাজারে বহু রকমের গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায়। কিন্তু সেইগুলি একবার পড়ার পরেই বাসি হয়ে যায়, এবং সেইগুলি আবার পড়ার কোন রকম উৎসাহ মানুষের থাকে না। প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজগুলি একঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যেই পড়া হয়ে যায় এবং তারপর সেইগুলিকে আবর্জনার মতো অপ্রাস ফেলার পাত্রে ফেলে দেওয়া হয়। অন্য সমস্ত লৌকিক সাহিত্যেরও সেই একই দশা হয়। কিন্তু ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্রের সৌন্দর্য হচ্ছে যে, তা কখনও পুরানো হয় না। বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা সেইগুলি পাঠ করেছেন, এবং তা সত্ত্বেও সেইগুলি পুরানো হয়ে যায়নি। বিদ্বান পণ্ডিত এবং ভক্তদের কাছে সেইগুলি চির নতুন। আর বিদুরের মতো ভক্তেরা তো ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করেও তৃপ্ত হন না। মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে বিদুর নিশ্চয়ই অনেক অনেকবার ভগবানের লীলাসমূহ শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি তা পুনরায় শুনতে চেয়েছিলেন, কেননা তা শ্রবণ করে তিনি কখনও তৃপ্ত হতে পারেননি। ভগবানের মহিমান্বিত লীলাসমূহের দিব্য প্রকৃতি এমনই।

শ্লোক ৮

যৈস্তত্ত্বভেদৈরধিলোকনাথো
লোকানলোকান্ সহ লোকপালান্ ।
অচীকৢপদ্যত্র হি সর্বসত্ত্ব-
নিকায়ভেদোঽধিকৃতঃ প্রতীতঃ ॥ ৮ ॥

যৈঃ—যার দ্বারা; তত্ত্ব—তত্ত্ব; ভেদৈঃ—পার্থক্যের দ্বারা; অধি-লোক-নাথঃ—রাজাদেরও রাজা; লোকান্—লোকসমূহ; অলোকান্—অধোলোক; সহ—সঙ্গে; লোক-পালান্—লোকপালগণ; অচীকৢপৎ—পরিকল্পনা করেছিলেন; যত্র—যেখানে; হি—নিশ্চয়ই; সর্ব—সমস্ত; সত্ত্ব—সত্তা; নিকায়—জীবসমূহ; ভেদঃ—পার্থক্য; অধিকৃতঃ—অধিকারি; প্রতীতঃ—প্রতীয়মান হয়।

অনুবাদ

সমস্ত রাজাদের পরম রাজা বিভিন্ন গ্রহলোক এবং বাসস্থান নির্মাণ করেছেন, যেখানে জীব তাদের প্রবৃত্তি ও কর্ম অনুসারে অবস্থান করছে। ভগবানই সেই সমস্ত স্থানের রাজা এবং শাসকদের সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রাজাদেরও পরম রাজা, এবং বিভিন্ন প্রকার জীবেদের জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রহলোক সৃষ্টি করেছেন। এই গ্রহেও বিভিন্ন প্রকার মানুষদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্থান রয়েছে। মরুভূমি, হিমক্ষেত্র, উপত্যকা ও পর্বত আদি বিভিন্ন প্রকার স্থান রয়েছে, এবং সেই সমস্ত স্থানে বিভিন্ন প্রকার মানুষ তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণে জন্মগ্রহণ করে। আরবের মরুভূমিতে মানুষ রয়েছে, আবার হিমালয় পর্বতের উপত্যকাতেও মানুষ রয়েছে, যদিও এই দুটি স্থানের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে ভিন্ন, ঠিক যেমন হিম-ক্ষেত্রের অধিবাসীরা তাদের থেকে ভিন্ন। তেমনই, বিভিন্ন গ্রহলোক রয়েছে। পৃথিবীর নীচে পাতাল-লোক পর্যন্ত লোকসমূহে বিভিন্ন জীব রয়েছে। কোন গ্রহই খালি নয়, যে কথা আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করে। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, জীব হচ্ছে সর্বগত, অর্থাৎ জীব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। তাই অন্যান্য গ্রহেও যে আমাদের মতো অধিবাসী রয়েছে সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষেত্রে তারা আমাদের থেকেও অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং অনেক

বেশি ঐশ্বর্য সমন্বিত। উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীবদের জীবনযাত্রা এই পৃথিবীর থেকে অনেক বেশি ঐশ্বর্যশালী। অনেক গ্রহ রয়েছে যেখানে সূর্যের আলোক পর্যন্ত পৌঁছায় না, এবং সেখানেও জীব রয়েছে, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ সেখানে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। জীবনের স্থিতির এই সমস্ত পরিকল্পনা পরমেশ্বর ভগবান করেছেন, এবং বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করতে যাতে তিনি অধিকতর জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৯

যেন প্রজানামুত আত্মকর্ম-
রূপাভিধানাং চ ভিদাং ব্যধত্ত ।
নারায়ণো বিশ্বসৃগাত্মযোনি-
রেতচ্চ নো বর্ণয় বিপ্রবর্য ॥ ৯ ॥

যেন—যার দ্বারা; **প্রজানাম্**—যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের; **উত**—যেমন; **আত্ম-কর্ম**—স্বভাব, **রূপ**—রূপ এবং আকৃতি; **অভিধানাম্**—প্রচেষ্টা, **চ**—ও; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **ব্যধত্ত**—নির্দেশ; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্বসৃক্**—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; **আত্ম-যোনিঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **এতৎ**—এই সমস্ত; **চ**—ও; **নঃ**—আমাদের; **বর্ণয়**—বর্ণনা করুন; **বিপ্র-বর্য**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৃপা করে আমাদের বলুন কিভাবে বিশ্বস্রষ্টা, স্বয়ংসম্পূর্ণ নারায়ণ বিভিন্ন জীবের স্বভাব, কর্ম, রূপ, আকৃতি এবং নাম সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীনে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত পরিকল্পনার অধীন। তার কার্য প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রকাশিত, তার রূপ ও দেহের গঠন তার কর্ম অনুসারে হয়, এবং তার নাম তার দেহের আকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, উচ্চ বর্ণের মানুষেরা শুক্ল, এবং নিম্ন বর্ণের মানুষেরা কৃষ্ণ। শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই বিভাজন জীবনের শুক্ল এবং কৃষ্ণ কর্তব্যের উপর আধারিত। পুণ্যকর্মের দ্বারা মানুষ শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারে জন্মলাভ করে, এবং তার ফলে তার ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও দেহের সৌন্দর্য লাভ হয়। পাপকর্মের পরিণামস্বরূপ মানুষের

দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ হয়, এবং তার ফলে অভাব অনটন চলতে থাকে, সে মূর্খ অথবা অশিক্ষিত হয় এবং কুৎসিত আকৃতি লাভ করে। বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট জীবদের মধ্যে এই সমস্ত পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ করতে।

শ্লোক ১০

পরাবরেষাং ভগবন্ ব্রতানি
শ্রুতানি মে ব্যাসমুখাদভীক্ষ্ণম্ ।
অতৃপ্নুম ক্ষুল্লসুখাবহানাং
তেষামৃতে কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ ॥ ১০ ॥

পর—উচ্চতর; **অবরেষাম্**—এদের মধ্যে নিম্নতর; **ভগবন্**—হে প্রভু; **ব্রতানি**—বৃত্তি; **শ্রুতানি**—শোনা হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **ব্যাস**—ব্যাসদেব; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **অভীক্ষ্ণম্**—বার বার; **অতৃপ্নুম**—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি; **ক্ষুল্ল**—অল্প; **সুখ-আবহানাম্**—যা সুখ প্রদান করে; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **ঋতে**—বিনা; **কৃষ্ণ-কথা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনা; **অমৃত-ওঘাৎ**—অমৃত থেকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আমি ব্যাসদেবের মুখ থেকে মানবসমাজের উচ্চতর এবং নিম্নতর জাতির ধর্ম সম্বন্ধে বার বার শ্রবণ করেছি, এবং এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় শ্রবণ করে তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু কৃষ্ণকথামৃত পানে তৃপ্ত হইনি।

তাৎপর্য

যেহেতু মানুষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত শুনতে অত্যন্ত উৎসাহী, তাই ব্যাসদেব পুরাণ ও মহাভারতের মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থ জনসাধারণের পাঠ্য, এবং সেইগুলি সংকলিত হয়েছে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ ভগবৎ বিস্মৃত জীবদের ভগবৎ চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে। এই সমস্ত সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা নয়, পক্ষান্তরে, মানুষের ভগবৎ চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা। যেমন, মহাভারত হচ্ছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ইতিহাস, এবং সাধারণ মানুষ তা পাঠ করে; কেননা তা মানবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়ে পূর্ণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাভারতের সবচাইতে

গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ভগবদ্‌গীতা, যা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে আপনা থেকেই পড়তে হয়।

বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে বলেছিলেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁর আর কোন উৎসাহ নেই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথামৃত শ্রবণ করার জন্যই কেবল উৎসুক ছিলেন। যেহেতু পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রত্যক্ষ বর্ণনা যথেষ্টভাবে নেই, তাই তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও জানতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকথা অপ্রাকৃত, এবং তা যতই শ্রবণ করা হোক না কেন, মানুষ কখনই তৃপ্ত হতে পারে না। ভগবদ্‌গীতা কৃষ্ণকথা অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী হওয়ার ফলেই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষদের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনী অত্যন্ত উৎসাহজনক হতে পারে, কিন্তু বিদুরের মতো অতি উন্নত ভগবদ্ভক্তের কাছে কেবল কৃষ্ণকথা অথবা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথাই কেবল রুচিকর হতে পারে। বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে সব কিছু শুনতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, সমস্ত বিষয়ই যেন কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হয়। অগ্নি যেমন ইন্ধন দহন করে কখনও তৃপ্ত হয় না, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারে না। ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন সেইগুলি চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এইটিই হচ্ছে জড় বিষয়কে চিন্ময়ত্ব প্রদান করার পন্থা। যদি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ কৃষ্ণকথায় সংযুক্ত হয়, তাহলে সমগ্র জগৎ বৈকুণ্ঠে পরিণত হতে পারে।

এই জগতে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণকথা বর্তমান—সেইগুলি হচ্ছে ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবদ্‌গীতা কৃষ্ণকথা কেননা তা শ্রীকৃষ্ণের বাণী, আর শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথা কেননা তা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত অনুগামীদের উপদেশ দিয়েছেন, সারা পৃথিবী জুড়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছে কৃষ্ণকথা প্রচার করতে, কেননা কৃষ্ণকথার অপ্রাকৃত প্রভাব সকলকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারে।

শ্লোক ১১

কস্তৃপ্নুয়াত্তীর্থপদোঽভিধানাৎ
সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো
ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি ॥ ১১ ॥

কঃ—সে কোন্ মানুষ; **তৃপ্যেৎ**—তৃপ্ত হতে পারেন; **তীর্থ-পদঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম তীর্থস্থল; **অভিধানাৎ**—তার আলোচনার ফলে; **সত্রেষু**—মানবসমাজে; **যঃ**—যিনি; **সূরিভিঃ**—মহান ভক্তদের দ্বারা; **ঈড্যমানাৎ**—যিনি এইভাবে পূজিত হন; **যঃ**—যিনি; **কর্ণ-নাড়ীম্**—কর্ণরন্ধ্রে; **পুরুষস্য**—মানুষের; **যাতঃ**—প্রবেশ করে; **ভব-প্রদাম্**—যা জন্ম-মৃত্যু প্রদান করে; **গেহ-রতিম্**—পারিবারিক আসক্তি; **ছিনত্তি**—ছেদন করে।

অনুবাদ

যাঁর চরণকমল সমস্ত তীর্থস্থানের সমষ্টি, এবং যিনি মহান ঋষিগণ ও ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা পর্যাপ্তরূপে শ্রবণ না করে, কে তৃপ্ত হতে পারে? এই সমস্ত বিষয় কেবল কর্ণরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে, যে কেউ ভববন্ধন ও পারিবারিক আসক্তি ছেদন করতে পারে।

তাৎপর্য

'কৃষ্ণকথা' এতই বীর্যবতী যে, তা মানুষের কর্ণরন্ধ্র দিয়ে কেবল প্রবেশ করার মাধ্যমেই মানুষকে তার পারিবারিক আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। পারিবারিক আসক্তি মায়ার মোহময় প্রভাব, এবং তা সমস্ত জড় কার্যকলাপের একমাত্র প্রেরণা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে ভব-সমুদ্রের অজ্ঞানতার তরঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হতে হয়। মানুষ সবচাইতে বেশি প্রভাবিত হয় তমোগুণের দ্বারা, আবার কেউ কেউ প্রকৃতির রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং এই দুটি গুণের প্রভাবে জীব জড়জাগতিক জীবনে প্রণোদিত হয়। জড়া প্রকৃতির গুণগুলি জীবকে তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে দেয় না। রজ এবং তমোগুণ জীবকে দেহাত্মবুদ্ধির মায়িক বন্ধনে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। সেই সমস্ত মূর্খদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তারা, যারা রজোগুণের প্রভাবে জনহিতকর কার্যকলাপে যুক্ত হয়। ভগবদ্গীতা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কৃষ্ণকথা যা মানুষকে এই প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করে যে, দেহ নশ্বর এবং সমস্ত শরীর জুড়ে যে চেতনা রয়েছে তা অবিনশ্বর। চেতন জীব যা হচ্ছে অবিনশ্বর আত্মা তা নিত্য, এবং কোন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় না, এমনকি দেহের বিনাশেও নয়। যারা ভ্রান্তিবশত এই নশ্বর দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে এবং যারা এই দেহটির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, লোকহিতৈষণা, পরার্থবাদ, স্বাদেশিকতা অথবা আন্তর্জাতিকতাবাদ নামে দেহ চেতনার ভ্রান্ত অনুহাতে কার্য করে, তারা অবশ্যই এক-একটি মূর্খ এবং বাস্তব ও অবাস্তবের পার্থক্য সম্বন্ধে

তাদের কোন ধারণাই নেই। তাদের কেউ কেউ তম এবং রজোগুণের ঊর্ধ্বে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, কিন্তু জড় সত্ত্বগুণও সর্বদাই তম ও রজোগুণের দ্বারা কলুষিত। জড় সত্ত্বগুণ মানুষকে এই জ্ঞান দান করতে পারে যে, শরীর ও আত্মা ভিন্ন, এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি দেহের থেকে আত্মার সঙ্গে অধিকতর সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু কলুষিত হওয়ার ফলে তারা আত্মার সবিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা দেহাত্মবুদ্ধির স্তর অতিক্রম করলেও আত্মা সম্বন্ধে তাদের নির্বিশেষ ধারণার ফলে তারা জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অতিক্রম করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কৃষ্ণকথার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতের বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। সারা জগতের সমস্ত মানুষদের জন্য কৃষ্ণকথাই একমাত্র ঔষধ, কেননা তার ফলে মানুষ শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণকথা প্রচার করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার, এবং বিচক্ষণ নরনারীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত এই মহান্ আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন।

শ্লোক ১২

মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ।
যস্মিন্নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈ-
র্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥ ১২ ॥

মুনিঃ—ঋষি; বিবক্ষুঃ—বর্ণনা করেছেন; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; গুণানাম্—দিব্য গুণাবলী; সখা—বন্ধু; অপি—ও; তে—আপনার; ভারতম্—মহাভারত; আহ—বর্ণনা করেছেন; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস; যস্মিন্—যাতে; নৃণাম্—মানুষের; গ্রাম্য—বৈষয়িক; সুখ-অনুবাদৈঃ—জড় বিষয় থেকে প্রাপ্ত সুখ; মতিঃ—মনোযোগ; গৃহীতা নু—শুধু আকর্ষণ করার জন্য; হরেঃ—ভগবানের; কথায়াম্—বাণীর (ভগবদ্গীতা)।

অনুবাদ

আপনার সখা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পূর্বেই তাঁর মহান রচনা মহাভারতে ভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল

জনসাধারণের অর্থ ও কাম বিষয়ক গ্রাম্য কথা শ্রবণ করার তীব্র প্রবণতার মাধ্যমে, তাদের মনোযোগকে কৃষ্ণকথার (ভগবদ্গীতা) প্রতি আকৃষ্ট করানো।

তাৎপর্য

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের প্রণেতা, যার মধ্যে বেদান্ত-সূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারত অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৪/২৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবন-দর্শন থেকে বৈষয়িক বিষয়ে অধিক আগ্রহী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য শ্রীল ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছেন। বেদান্ত-সূত্র প্রণীত হয়েছে সেই সমস্ত মানুষদের জন্য, যাঁরা জড় বিষয়ের তথাকথিত সুখে তিক্ততা আস্বাদন করেছেন। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, অর্থাৎ যাঁরা ইন্দ্রিয় উপভোগের বাজারে জড় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার ব্যবসা সমাপ্ত করেছেন, তাঁরাই কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন। খবরের কাগজে এবং এই প্রকার সাহিত্যে জড় বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যস্ত যারা, তাদের স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধু, অথবা স্ত্রীলোক, শ্রমিক সম্প্রদায়, এবং উচ্চ বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) অযোগ্য সন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বেদান্ত-সূত্রের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যদিও বিকৃতভাবে সেই সূত্রসমূহ অধ্যয়ন করার ভান তারা করতে পারে। বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং কেউ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্য ব্যতীত বেদান্ত-সূত্র বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে সে অবশ্যই মস্তবড় ভুল করছে। এই প্রকার বিভ্রান্ত মানুষেরা, যারা তাদের দেহকে তাদের আত্মা বলে মনে করে জনকল্যাণ এবং পরহিতকারী নানা প্রকার জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়, তারা বরং মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, যা শ্রীল ব্যাসদেব তাদের কল্যাণের জন্যই বিশেষভাবে রচনা করেছেন। মহান কবি মহাভারত এমনভাবে রচনা করেছেন যে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যারা জড় বিষয়ের প্রতি অধিক আগ্রহী, তারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মহাভারত পাঠ করে জড় সুখ আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বা বেদান্ত-সূত্রের প্রাথমিক পাঠ ভগবদ্গীতা পাঠ করে লাভবান হতে পারেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ভগবদ্গীতার মাধ্যমে পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের সুযোগ দেওয়া ছাড়া শ্রীল ব্যাসদেবের জড় বিষয়ের ইতিহাস রচনা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বিদুর যে মহাভারতের উল্লেখ করেছেন, তার ফলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি যখন গৃহত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর প্রকৃত পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে তিনি মহাভারত শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥ ১৩ ॥

সা—কৃষ্ণ বিষয়ক সেই সমস্ত কথা বা কৃষ্ণকথা; **শ্রদ্দধানস্য**—যারা শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত; **বিবর্ধমানা**—ক্রমশ বর্ধনশীল; **বিরক্তিম্**—বৈরাগ্য; **অন্যত্র**—এই বিষয়গুলির অতিরিক্ত অন্য বস্তুতে; **করোতি**—করে; **পুংসঃ**—যিনি এইভাবে কার্যরত; **হরেঃ**—ভগবানের; **পদ-অনুস্মৃতি**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিরন্তর স্মরণ; **নির্বৃতস্য**—যিনি এই প্রকার দিব্য আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন; **সমস্ত-দুঃখ**—সর্ব প্রকার ক্লেশ; **অপ্যয়ম্**—পরাভূত করে; **আশু**—অচিরেই; **ধত্তে**—সম্পাদন করে।

অনুবাদ

যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে উৎসুক, তিনি ক্রমশ অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছেন, তাঁর সব রকম দুঃখ-কষ্ট অচিরেই পরাভূত হয়।

তাৎপর্য

আমাদের অবশ্যই নিশ্চিতরূপে জানতে হবে যে, পরম তত্ত্বে কৃষ্ণকথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি যা কৃষ্ণকথা বলে বিবেচনা করা হয়, তা তাঁর থেকে অভিন্ন। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। নিষ্ঠাবান ভক্ত যখন ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, তখন তা ব্যক্তিগতভাবে ভগবানকে দর্শন করারই মতো। কিন্তু লৌকিক তর্ক-বিবাদকারীদের বেলায় তেমন নয়। যদি ভগবানের নির্দেশিত পন্থায় ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করা হয়, তখন ভগবানের সমস্ত শক্তি প্রকাশিত হয়। মূর্খের মতো ভগবদ্গীতার মনগড়া অর্থ তৈরি করা হয় না এবং তার ফলে কোন রকম পারমার্থিক লাভ হয় না। যারা অন্য কোন অভিপ্রায় নিয়ে ভগবদ্গীতার কৃত্রিম অর্থ বা ব্যাখ্যা নিজেরা বার করতে চায়, তারা শ্রদ্দধান-পুংসঃ (যে ব্যক্তি নির্মল হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শুনতে উৎসুক) নয়। এই প্রকার মানুষেরা ভগবদ্গীতা পাঠ করে

কোন লাভ করতে পারে না, তা তারা সাধারণ মানুষের বিচারে যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন। শ্রদ্দধান, অথবা শ্রদ্ধাবান ভক্ত ভগবদ্‌গীতা পাঠের ফলে সর্বতোভাবে লাভবান হতে পারেন, কেননা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার ফলে তিনি সেই দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করেন, যা সমস্ত জড় আসক্তি বিনাশ করে এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ভৌতিক ক্লেশও নিরস্ত করে। ভক্তেরাই কেবল তাঁদের পারমার্থিক অনুভূতির ফলে, বিদুর কর্তৃক উচ্চারিত এই শ্লোকের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর স্মরণ করে, জীবনের আনন্দ লাভ করতে পারেন। এই প্রকার ভক্তদের জড় অস্তিত্ব বলে কিছু নেই, এবং অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্রে বিচরণশীল ভক্তের কাছে, বহু বিজ্ঞাপিত ব্রহ্মানন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ।

শ্লোক ১৪

তাঞ্ছোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্ ॥ ১৪ ॥

তান্—সেই সমস্ত; শোচ্যা—শোচনীয়; শোচ্যান্—শোচনীয়ের; অবিদঃ—অজ্ঞ; অনুশোচে—আমি শোক করি; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কথায়াম্—কথায়; বিমুখান্—বিমুখ; অঘেন—পাপকর্মের ফলে; ক্ষিণোতি—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; দেবঃ—ভগবান; অনিমিষঃ—নিত্যকাল; তু—কিন্তু; যেষাম্—যাদের; আয়ুঃ—জীবনের স্থিতিকাল; বৃথা—ব্যর্থ; বাদ—দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা; গতি—চরম লক্ষ্য; স্মৃতীনাম্—বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের অনুশীলনকারীদের।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! যে সমস্ত মানুষ তাদের পাপকর্মের ফলে হরিকথায় বিমুখ, এবং তার ফলে মহাভারতের তাৎপর্য (ভগবদ্‌গীতা) সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা শোচনীয়দেরও শোচনীয়। তাদের জন্য আমিও শোক করি, কেননা আমি দেখছি কিভাবে তারা দার্শনিক বাক্‌বিতণ্ডায় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ সৃষ্টি করে, এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অনুশীলন করে শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় করছে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান এবং মানুষদের মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্ক রয়েছে। যারা তম এবং রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা হয় ভগবৎ বিমুখ, নয়তো তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির সরবরাহকারীরূপে ভগবানকে স্বীকার করে। সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা তাদের উর্ধ্বে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, পরমব্রহ্ম হচ্ছেন নির্বিশেষ। তারা কৃষ্ণকথা শ্রবণাত্মক ভক্তিযোগের পন্থা স্বীকার করে, তবে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়রূপে। তাদেরও উপরে রয়েছেন শুদ্ধ ভক্তেরা। তাঁরা জড় সত্ত্বগুণেরও উর্ধ্বে শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। তাঁরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, যশ ইত্যাদি পরম স্তরে পরস্পর থেকে অভিন্ন। তাঁদের কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার থেকে অভিন্ন। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত এই শ্রেণীর মানুষদের কাছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। যেহেতু নির্বিশেষবাদীরা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন, তাই তাদের পরমেশ্বর ভগবানে বিশ্বাস নেই এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণেও রুচি নেই। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা তাদের জন্য শোক করেন। শোচনীয় নির্বিশেষবাদীরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের জন্য শোক করে, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাদের উভয়ের জন্যই শোক করেন, কেননা তারা উভয়েই ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় এবং মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্লভ মনুষ্যজীবনের সবচাইতে মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।

শ্লোক ১৫

তদস্য কৌষারব শর্মদাতু-
র্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্ ।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্তবন্ধো
শিবায় নঃ কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ ॥ ১৫ ॥

তৎ—তাই; **অস্য**—তাঁর; **কৌষারব**—হে মৈত্রেয়; **শর্মদাতুঃ**—সৌভাগ্য প্রদানকারী; **হরেঃ**—ভগবানের; **কথাম্**—বিষয়; **এব**—কেবল; **কথাসু**—সমস্ত বিষয়ের মধ্যে; **সারম্**—নির্যাস; **উদ্ধৃত্য**—উদ্ধৃতি দিয়ে; **পুষ্পেভ্যঃ**—ফুল থেকে; **ইব**—তেমন; **আর্ত-বন্ধো**—দুঃখীদের বন্ধু; **শিবায়**—মঙ্গলের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **কীর্তয়**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **তীর্থ**—তীর্থ; **কীর্তেঃ**—কীর্তিমানের।

অনুবাদ

হে আর্তবন্ধু মৈত্রেয়! ভ্রমর যেভাবে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই আপনিও সমস্ত কথার সারভূত পবিত্র কীর্তি শ্রীহরির কথাই সারা জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন প্রকার মানুষদের জন্য বিভিন্ন আলোচনার বিষয় রয়েছে, কিন্তু সমস্ত বিষয়ের সার হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক। দুর্ভাগ্যবশত, জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবেরা সাধারণত কৃষ্ণকথার প্রতি বিমুখ, কেননা তাদের অনেকেই ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আর অন্যেরা ভগবানের নির্বিশেষ রূপকেই কেবল বিশ্বাস করে। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের ভগবান সম্বন্ধীয় বলার কিছু নেই। অবিশ্বাসী নাস্তিক এবং নির্বিশেষবাদী উভয়েই সমস্ত কথার সার যে কৃষ্ণকথা তা অস্বীকার করে, এবং তাই তারা হয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নানাভাবে আপেক্ষিক জগতের বিষয়ে যুক্ত থাকে। বিদুরের মতো শুদ্ধ ভক্তের কাছে জড়বাদী কর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের আলোচনার সমস্ত বিষয়গুলি সর্বতোভাবে অর্থহীন। তাই বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন কেবল সমস্ত কথার সার কৃষ্ণকথাই কীর্তন করেন, অন্য আর কিছু নয়।

শ্লোক ১৬

স বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ ।
চকার কর্মাণ্যতিপূরুষাণি
যানীশ্বরঃ কীর্তয় তানি মহ্যম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ড; জন্ম—সৃষ্টি; স্থিতি—পালন; সংযম-অর্থে—পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে; কৃত—স্বীকার করেছেন; অবতারঃ—অবতার; প্রগৃহীত—সম্পন্ন; শক্তিঃ—শক্তি; চকার—অনুষ্ঠান করেছেন; কর্মাণি—দিব্য কার্যকলাপ; অতি-পুরুষাণি—অতিমানবীয়; যানি—সেই সমস্ত; ঈশ্বরঃ—ভগবান; কীর্তয়—দয়া করে কীর্তন করুন; তানি—সেই সমস্ত; মহ্যম্—আমার কাছে।

অনুবাদ

এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পালনের জন্য সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে যিনি অবতরণ করেন, সেই পরম নিয়ন্তা, পরম পুরুষ ভগবানের অতিমানবীয় দিব্য লীলাবিলাসসমূহ আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

বিদুর নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছু সময় পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত ভাবাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাই তাঁর পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করে জড় জগতের সৃষ্টি ও পালন করেন। পুরুষাবতারদের কার্যকলাপ সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যের আংশিক বিস্তার মাত্র। বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে এই সংকেত দিয়েছিলেন, কেননা মৈত্রেয় স্থির করতে পারছিলেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন্ কার্যকলাপের বর্ণনা তিনি করবেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

স এবং ভগবান্ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা কৌষারবো মুনিঃ ।
পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন তমাহ বহুমানয়ন্ ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবান্**—মহর্ষি; **পৃষ্টঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **ক্ষত্রা**—বিদুর কর্তৃক; **কৌষারবঃ**—মৈত্রেয়; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **পুংসাম্**—সমস্ত মানুষদের জন্য; **নিঃশ্রেয়স**—পরম কল্যাণের জন্য; **অর্থেন**—সেই জন্য; **তম্**—তাকে; **আহ**—বর্ণনা করেছিলেন; **বহু**—অত্যধিক; **মানয়ন্**—প্রশংসা করে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বিদুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বহু প্রশংসা করে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

এখানে মহর্ষি মৈত্রেয়কে ভগবান্ বলা হয়েছে, কেননা তিনি জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় সমস্ত সাধারণ মানুষদের অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে জগতের সর্বাধিক কল্যাণকর সেবা বিষয়ে তাঁর নির্বাচনকে প্রামাণিক বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সমস্ত মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণকর সেবা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, এবং বিদুর কর্তৃক প্রার্থিত হওয়ার পর, মৈত্রেয় ঋষি অত্যন্ত উপযুক্তভাবেই তা বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

মৈত্রেয় উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্ণতা ।
কীর্তিং বিতন্বতা লোকে আত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; সাধু—সর্বমঙ্গল; পৃষ্টম্—আমি জিজ্ঞাসিত হয়েছি; ত্বয়া—আপনার দ্বারা; সাধো—হে সজ্জন; লোকান্—সমস্ত মানুষ; সাধু অনুগৃহ্ণতা—সাধুতায় কৃপা প্রদর্শন করে; কীর্তিম্—মহিমা; বিতন্বতা—ঘোষণা করে; লোকে—জগতে; আত্মনঃ—নিজের; অধোক্ষজ—অপ্রাকৃত; আত্মনঃ—মন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! আপনার জয় হোক। আপনি আমার কাছে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিখিল মঙ্গলের চরম প্রকাশ, এবং এইভাবে আপনি সমগ্র জগৎ ও আমার প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কেননা আপনার মন সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকে।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় মুনি অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদুরের মন সর্বদাই অধোক্ষজ ভগবানের চিন্তায় পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল। অধোক্ষজ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত। ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত, কিন্তু তিনি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। যেহেতু বিদুর সর্বদাই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই মৈত্রেয় বিদুরের দিব্য মাহাত্ম্য নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি বিদুরের মহত্ত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রশংসা করেছিলেন এবং অত্যন্ত সম্মানপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ক্ষত্তর্বাদরায়ণবীর্যজে ।
গৃহীতোঽনন্যভাবেন যত্ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; **এতৎ**—এই প্রকার প্রশ্ন; **চিত্রম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **ত্বয়ি**—আপনার দ্বারা; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **বাদরায়ণ**—ব্যাসদেবের; **বীর্য-জে**—বীর্য থেকে উৎপন্ন; **গৃহীতঃ**—স্বীকৃত; **অনন্য-ভাবেন**—ঐকান্তিকভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

হে বিদুর। আপনি যে একান্তভাবে ভগবানকে লাভ করেছেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কেননা আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে বিদুরের জন্ম প্রসঙ্গে মহান পিতামাতার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করার মাহাত্ম্য নির্ণীত হয়েছে। মানবজীবনের সংস্কার শুরু হয় যখন পিতা মাতৃগর্ভে তাঁর বীর্য প্রদান করেন। জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ পিতার বীর্যে স্থাপিত হয়, এবং বিদুর যেহেতু কোন সাধারণ জীব ছিলেন না, তাই তাঁকে ব্যাসদেবের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মানবজন্ম এক মহান বিজ্ঞান, তাই বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে, গর্ভাধান-সংস্কার নামক গর্ভ উৎপাদনের সংস্কারটি সুসন্তান উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানবসমাজের সমস্যার সমাধান হয় না; প্রকৃত সমাধান হচ্ছে বিদুর, ব্যাস এবং মৈত্রেয়ের মতো সুসন্তান উৎপাদন করা। জন্ম সম্বন্ধে সব রকম পূর্বাহ্নিক সতর্কতা অবলম্বন করে যদি সুসন্তান উৎপাদন করা যায়, তাহলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। তথাকথিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ কেবল পাপই নয়, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থও।

শ্লোক ২০

মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ ।
ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ২০ ॥

মাণ্ডব্য—মহর্ষি মাণ্ডব্য; **শাপাৎ**—তাঁর শাপের ফলে; **ভগবান্**—মহাশক্তিশালী; **প্রজা**—যাঁর জন্ম হয়েছে; **সংযমনঃ**—মৃত্যুর নিয়ন্তা; **যমঃ**—যমরাজ; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **ক্ষেত্রে**—পত্নীতে; **ভুজিষ্যায়াম্**—রক্ষিতা; **জাতঃ**—জাত; **সত্যবতী**—সত্যবতী (বিচিত্রবীর্য এবং ব্যাসদেব উভয়ের মাতা); **সুতাৎ**—পুত্র থেকে (ব্যাসদেব)।

অনুবাদ

আমি জানি যে, আপনি পূর্বজন্মে প্রজা সংহারক যম ছিলেন, মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্যের ভার্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবের বীর্যে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

মাণ্ডব্য মুনি ছিলেন একজন মহান ঋষি (ভাগবত ১/১৩/১), এবং পূর্বজন্মে বিদুর ছিলেন যমরাজ, যিনি মৃত্যুর পর জীবেদের ভার গ্রহণ করেন। জন্ম, স্থিতি এবং মৃত্যু হচ্ছে এই জড় জগতের সমস্ত জীবেদের তিনটি বদ্ধ অবস্থা। মৃত্যুর পর জীবের নিয়ন্ত্রকরূপে নিযুক্ত যমরাজ মাণ্ডব্য মুনিকে তাঁর শৈশবকালীন দুরাচারের জন্য শূল দ্বারা বিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই অনুচিত কঠোর দণ্ড দেওয়ার ফলে, মাণ্ডব্য মুনি যমরাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁকে শূদ্র হওয়ার (অঙ্গুলিনিষ্পন্ন শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য) অভিশাপ দেন। এইভাবে যমরাজ বিচিত্রবীর্যের উপপত্নীর গর্ভে বিচিত্রবীর্যের ভ্রাতা ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাসদেব হচ্ছেন ভীষ্মদেবের পিতা মহারাজ শান্তনুর পত্নী সত্যবতীর পুত্র। বিদুরের এই রহস্যজনক ইতিহাস মৈত্রেয় মুনি জানতেন, কেননা তিনি ছিলেন ব্যাসদেবের সখা। যদিও বিদুরের জন্ম হয়েছিল একজন রক্ষিতার গর্ভে, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহাপুরুষ এবং পৈতৃক গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সর্বোচ্চ গুণ অর্জন করেছিলেন। এই প্রকার মহান পরিবারে জন্মগ্রহণ ভক্তিপূর্ণ জীবন লাভের সহায়ক বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর পূর্বজন্মের মাহাত্ম্যের জন্যই বিদুর এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ ।
যস্য জ্ঞানোপদেশায় মাদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্ ॥ ২১ ॥

ভবান্—আপনি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নিত্যম্**—নিত্য; **সম্মতঃ**—স্বীকৃত; **স-অনুগস্য**—অন্যতম পার্ষদ; **হ**—হয়েছেন; **যস্য**—যাঁর; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **উপদেশায়**—উপদেশ দেওয়ার জন্য; **মা**—আমাকে; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রজন্**—তাঁর ধামে ফিরে যাওয়ার সময়।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্ষদ, এবং ভগবান তাঁর স্বধামে ফিরে যাওয়ার সময়, আপনার জন্য আমার কাছে নির্দেশ রেখে গিয়েছেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পর জীবনের মহান নিয়ন্ত্রক যমরাজ জীবের পরবর্তী জীবনের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের সবচাইতে বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন। চিৎ জগতে নিত্য পার্ষদদের মতো এই প্রকার বিশ্বস্ত পদমর্যাদা ভগবান তাঁর মহান ভক্তদের দিয়ে থাকেন। বিদুর যেহেতু তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাই ভগবান বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাওয়ার সময়, বিদুরের জন্য মৈত্রেয় ঋষির কাছে নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন। সাধারণত চিৎ জগতের নিত্য ভগবৎ পার্ষদেরা এই জড় জগতে আসেন না, তবে, কখনও কখনও ভগবানের নির্দেশে ভগবানের সঙ্গ করার জন্য অথবা ভগবানের বাণী মানবসমাজে প্রচার করার জন্য তাঁরা এই জগতে আসেন। তাঁরা কখনও কোন রকম প্রশাসনিক পদলাভ করার জন্য এখানে আসেন না। এই প্রকার প্রতিনিধিদের বলা হয় শক্ত্যাবেশ-অবতার, অর্থাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য যাঁরা এই জগতে অবতরণ করেন।

শ্লোক ২২

অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ ।
বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্বশঃ ॥ ২২ ॥

অথ—অতএব; **তে**—আপনাকে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **লীলাঃ**—লীলাবিলাস; **যোগ-মায়া**—ভগবানের শক্তি; **উরু**—অত্যন্ত অধিক; **বৃংহিতাঃ**—বিস্তৃত; **বিশ্ব**—জড় জগতের; **স্থিতি**—সংরক্ষণ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **অন্ত**—বিনাশ; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্য; **বর্ণয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **অনুপূর্বশঃ**—সুসংবদ্ধভাবে।

অনুবাদ

তাই আমি আপনার কাছে ভগবান কিভাবে এই জগতের সৃষ্টি, পালন, এবং সংহারের জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বিস্তার করে লীলাবিলাস করেন তা একে একে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা খুশি তাই করতে পারেন। তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২৩

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **আস**—ছিলেন; **ইদম্**—এই সৃষ্টি; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **আত্মা**—তাঁর স্বরূপে; **আত্মনাম্**—জীবসমূহের; **বিভুঃ**—প্রভু; **আত্মা**—আত্মা; **ইচ্ছা**—বাসনা; **অনুগতৌ**—লীন হয়ে; **আত্মা**—আত্মা; **নানা-মতি**—বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিতে; **উপলক্ষণঃ**—লক্ষণ।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান অদ্বয়রূপে সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং পুনরায় সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই পরম আত্মা বিভিন্ন নামে উপলক্ষিত হন।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। মায়াবাদীরা যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ করতে পারে না, তবুও কখনও কখনও তারা ভাগবতের মূল চারটি শ্লোকের কদর্থ করে কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে, কিন্তু আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এখানে মৈত্রেয় মুনি যে বাস্তবিক বিশ্লেষণটি করেছেন সেটি স্বীকার করা, কেননা তিনি উদ্ধবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সাক্ষাৎ তা শ্রবণ করেছিলেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হচ্ছে অহমেবাসমেবাগ্রে । মায়াবাদী সম্প্রদায় এই অহম্ শব্দটির এমন একটি কদর্থ

করে যার অর্থ সেই অর্থকারী ব্যতীত অন্য আর কেউ বুঝতে পারে না। এখানে অহম্ শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান ব্যষ্টি জীবাত্মা নয়। সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবান ছিলেন; তখন তাঁর পুরুষাবতারেরা ছিলেন না এবং অবশ্যই জীবেরা ছিল না, এবং জগৎকে প্রভাবিত করে যে জড়া শক্তি তাও ছিল না। পুরুষাবতারেরা এবং ভগবানের বিভিন্ন শক্তি তখন ভগবানেই লীন ছিল।

এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত জীবের প্রভু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন সূর্যমণ্ডলের মতো, এবং জীবেরা হচ্ছে সেই সূর্যের এক-একটি রশ্মির মতো। সৃষ্টির পূর্বে ভগবানের অস্তিত্ব শ্রুতিতেও প্রতিপন্ন হয়েছে—*বাসুদেবো বা ইদং অগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ, একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা নেশানাঃ* । যেহেতু সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, তাই সর্বদাই তিনি অদ্বয়রূপে বিরাজমান। তিনি এইভাবে বিরাজ করতে পারেন, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু, এমনকি তাঁর প্রকাশ বিষ্ণুতত্ত্বেরাও তাঁর অংশমাত্র। সৃষ্টির পূর্বে কারণার্ণবশায়ী বা গর্ভোদকশায়ী বা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ছিলেন না, অথবা ব্রহ্মা, শঙ্করও ছিলেন না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। চিৎ জগৎ যদিও ভগবানের সঙ্গে বিরাজমান ছিল, কিন্তু এই জড় জগৎ তাঁর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল এই জড় জগতের প্রকাশ হয় এবং লয় হয়। বৈকুণ্ঠলোকের বৈচিত্র্য ভগবানের সঙ্গে এক, ঠিক যেমন সৈনিকদের বৈচিত্র্য রাজার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। ভগবদ্গীতায় (৯/৭) বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে কালচক্রে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, এবং ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থায় সমস্ত জীব ও জড়া প্রকৃতি ভগবানের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

শ্লোক ২৪

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্ ।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **বা**—অথবা; **এষঃ**—এই সমস্ত; **তদা**—তখন; **দ্রষ্টা**—দর্শনকারী; **ন**—করেনি; **অপশ্যৎ**—দর্শন; **দৃশ্যম্**—জড় সৃষ্টি; **এক-রাট্**—একচ্ছত্র অধিপতি; **মেনে**—এইভাবে চিন্তা করেছিলেন; **অসন্তম্**—অবিদ্যমান; **ইব**—মতো; **আত্মানম্**—অংশ প্রকাশসমূহ; **সুপ্ত**—অপ্রকাশিত; **শক্তিঃ**—জড়া শক্তি; **অসুপ্ত**—প্রকাশিত; **দৃক্**—অন্তরঙ্গা শক্তি।

অনুবাদ

সব কিছুর একচ্ছত্র অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন একমাত্র দ্রষ্টা। সেই সময় জড় জগৎ ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁর অংশ এবং বিভিন্নাংশ ব্যতীত নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি তখন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যদিও তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতি তখন প্রকাশিত ছিল।

তাৎপর্য

ভগবান হচ্ছেন পরম দ্রষ্টা কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎকে প্রকাশ করার জন্য জড়া প্রকৃতি সক্রিয় হয়। তখন দ্রষ্টা ছিলেন, কিন্তু বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যার প্রতি ভগবান দৃষ্টিপাত করেন তা উপস্থিত ছিল না। পত্নীর অনুপস্থিতিতে পতি যেমন নিঃসঙ্গ বোধ করেন, ভগবানও অনেকটা তেমন অপূর্ণতা অনুভব করেছিলেন। এটি অবশ্য একটি কাব্যিক উপমা। ভগবান জড় জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বিস্মৃতির গর্ভে সুপ্ত বদ্ধ জীবাত্মাদের আর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য। বদ্ধ জীবদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য জড় জগৎ একটি সুযোগ দেয়, এবং সেইটি হচ্ছে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভগবান এতই কৃপাময় যে, এই প্রকার জগতের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেন, এবং তার ফলে সৃষ্টিকার্য সাধিত হয়। যদিও অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশিত ছিল, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি যেন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং ভগবান তাঁকে জাগরিত করে সক্রিয় করতে চেয়েছিলেন, ঠিক যেমন পতি আনন্দ উপভোগ করার জন্য তার পত্নীকে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগরিত করে। এইটি সুষুপ্ত শক্তির জন্য ভগবানের করুণা, যিনি অন্যান্য জাগ্রত পত্নীদের মতো তাঁকেও আনন্দ প্রদান করার জন্য জাগরিত করেন। সমগ্র প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য হচ্ছে সুপ্ত বদ্ধ জীবদের চিন্ময় চেতনায় জাগরিত করা, যার ফলে তারা বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবেদের মতো পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে। ভগবান যেহেতু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি চান যে, তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রতিটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যেন তাঁর পরমানন্দপূর্ণ রসে অংশগ্রহণ করতে পারে, কেননা তাঁর সচ্চিদানন্দময় রাসলীলায় অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা।

শ্লোক ২৫

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা ।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ ॥ ২৫ ॥

সা—সেই বহিরঙ্গা শক্তি; বা—অথবা; এতস্য—ভগবানের; সদ্রষ্টুঃ—পূর্ণ দ্রষ্টার; শক্তিঃ—শক্তি; সৎ-অসৎ-আত্মিকা—কারণ এবং কার্য উভয়রূপে, মায়া নাম—মায়া নামক, মহা ভাগ—হে সৌভাগ্যবান; যয়া—যার দ্বারা; ইদম্—এই জড় জগৎ; নির্মমে—নির্মাণ করেছেন; বিভুঃ—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

ভগবান হচ্ছেন দ্রষ্টা এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে দৃশ্য, যা জড় সৃষ্টির কারণ এবং কার্য উভয়রূপে ক্রিয়াশীল হয়। হে মহাসৌভাগ্যবান বিদুর! এই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নামে পরিচিত, এবং তার মাধ্যমেই কেবল সমগ্র জড় সৃষ্টি সম্ভব হয়।

তাৎপর্য

মায়া নামক অপরা প্রকৃতি বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান এবং নিমিত্ত—উভয় কারণ। কিন্তু তার পটভূমিতে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত কার্যকলাপের চেতনা। ঠিক যেমন একটি শরীরে সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছে চেতনা, তেমনই ভগবানের পরম চেতনা অপরা প্রকৃতির সমস্ত শক্তির উৎস। ভগবদ্গীতায় (৯/১০) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

"জড়া প্রকৃতির সমস্ত শক্তির চরম অধ্যক্ষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের কর্তৃত্ব রয়েছে। এই পরম কারণের জন্যই কেবল জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ বলে মনে হয়, এবং সমস্ত বস্তু নিয়মিতভাবে বিবর্তিত হচ্ছে।"

শ্লোক ২৬

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্ ॥ ২৬ ॥

কাল—নিত্যকাল; **বৃত্ত্যা**—প্রভাবের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **মায়ায়াম্**—বহিরঙ্গা শক্তিতে; **গুণ-ময্যাম্**—প্রকৃতির গুণসমূহে; **অধোক্ষজঃ**—অপ্রাকৃত; **পুরুষেণ**—পুরুষাবতারের দ্বারা; **আত্ম-ভূতেন**—যিনি ভগবানের অংশ; **বীর্যম্**—জীবসমূহের বীজ; **আধত্ত**—প্রদান করেছিলেন; **বীর্যবান্**—ভগবান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পুরুষাবতার রূপে নিজেকে বিস্তার করে ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন, এবং তার ফলে নিত্যকালের প্রভাবে জীবসমূহ আবির্ভূত হয়।

তাৎপর্য

মাতার গর্ভে পিতার বীর্য আধানের ফলে সন্তানের জন্ম হয়, এবং পিতার বীর্যে ভাসমান জীব মাতার রূপের অনুরূপ আকৃতি ধারণ করে। তেমনই অপরা প্রকৃতিরূপী মাতা পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক গর্ভবতী না হলে, তাঁর ভৌতিক উপকরণের দ্বারা তিনি কখনও জীব সৃষ্টি করতে পারেন না। জীবের উৎপত্তির এইটি হচ্ছে রহস্য। এই গর্ভাধানের প্রক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর দ্বারা। জড়া প্রকৃতির প্রতি কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারাই এই কার্যটি সম্পন্ন হয়ে যায়।

আমাদের মৈথুনের ধারণার ভিত্তিতে ভগবানের এই গর্ভাধান প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। সর্বশক্তিমান ভগবান কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা গর্ভ সঞ্চার করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। তাঁর অপ্রাকৃত দেহের প্রতিটি অঙ্গ অন্য সমস্ত অঙ্গের প্রতিটি কার্য সম্পাদন করতে পারে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩২) বলা হয়েছে—*অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি*। ভগবদ্গীতাতেও (১৪/৩) এই একই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে—*মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্*। যখন জড় জগৎ প্রকাশিত হয়, তখন ভগবান সরাসরিভাবে জীবদের সরবরাহ করেন। জীব কখনও জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় না। তাই জড় বিজ্ঞানের কোন রকম উন্নতি কখনও জীব সৃষ্টি করতে পারে না। সেইটি হচ্ছে জড় সৃষ্টির রহস্য। চেতন জীব এই জড় জগতে পরদেশী, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানের সঙ্গে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুখী হতে পারে না। ভ্রান্ত জীব তার এই স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, এই জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টায় অনর্থক তার সময়ের অপচয় করে। সমগ্র বৈদিক পন্থা জীবকে এই পরম আবশ্যক স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভগবান বদ্ধ জীবকে তার তথাকথিত সুখ আস্বাদনের জন্য জড় শরীর দান করেন, কিন্তু সে যদি তার যথার্থ চেতনা লাভ করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ না করে, তাহলে ভগবান তাকে পুনরায় অব্যক্ত অবস্থায় রেখে দেন, যেরকম

সে সৃষ্টির আদিতে ছিল। ভগবানকে এখানে বীর্যবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সবচাইতে শক্তিশালী, কেননা তিনি অসংখ্য বদ্ধ জীবদের প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চার করেন, যারা অনাদিকাল ধরে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

শ্লোক ২৭

ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎকালচোদিতাৎ ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ—তারপর; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **মহৎ**—পরম; **তত্ত্বম্**—সম্পূর্ণ; **অব্যক্তাৎ**—অব্যক্ত থেকে; **কাল-চোদিতাৎ**—কালের প্রভাবে; **বিজ্ঞান-আত্মা**—বিশুদ্ধ সত্ত্ব; **আত্ম-দেহ-স্থম্**—স্ব-শরীরে অবস্থিত; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **ব্যঞ্জন্**—প্রকাশ করে; **তমঃ-নুদঃ**—তমোনাশক পরম প্রকাশ।

অনুবাদ

তারপর কালের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছিল, এবং এই বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ মহত্তত্ত্বে ভগবান তাঁর স্বীয় শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বীজ বপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কালের প্রভাবে, জড়া প্রকৃতির গর্ভ সঞ্চারিত হলে প্রথমে তা মহত্তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সব কিছুই যথাসময়ে ফলপ্রসূ হয়, এবং তাই এখানে *কালচোদিতাৎ* বা 'কালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে চেতনার সমষ্টি কেননা তার একটি অংশ জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়। মহত্তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের পরম চেতনার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তা জড় বলে মনে হয়। মহত্তত্ত্ব বা শুদ্ধ চেতনার ছায়া সমস্ত সৃষ্টির অঙ্কুরিত হওয়ার ক্ষেত্র। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে জড়া প্রকৃতির রজোগুণের কিঞ্চিৎ আভাসযুক্ত শুদ্ধ সত্ত্ব। তাই এই সময় থেকে সক্রিয়তার উদ্ভব হয়।

শ্লোক ২৮

সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ ।
আত্মানং ব্যকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া ॥ ২৮ ॥

সঃ—মহত্তত্ত্ব; **অপি**—ও; **অংশ**—পুরুষাবতার; **গুণ**—মুখ্যত তমোগুণ; **কাল**—কালের অবধি; **আত্মা**—পূর্ণ চেতনা; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **দৃষ্টি-গোচরঃ**—দৃষ্টির সীমা; **আত্মানম্**—বিভিন্ন রূপ; **ব্যকরোৎ**—রূপান্তরিত করেছিলেন; **আত্মা**—উৎস; **বিশ্বসৃ**—ভাবী জীবদের; **অস্য**—এর; **সিসৃক্ষয়া**—অহঙ্কার উৎপন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর ভাবী জীবদের উৎসরূপে মহত্তত্ত্ব বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহত্তত্ত্ব তমোগুণ প্রধান, এবং তার থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। এটি সৃষ্টিতত্ত্বের চেতনা সমন্বিত এবং ফলপ্রসূ হওয়ার কাল সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানের একটি অংশ।

তাৎপর্য

মহত্তত্ত্ব শুদ্ধ আত্মা এবং জড় অস্তিত্বের মধ্যবর্তী মাধ্যম। এইটি চিন্ময় আত্মা এবং জড় পদার্থের মিলনস্থল, যেখান থেকে জীবের অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। সমস্ত জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। অহঙ্কারের বশে, বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির ভোক্তা বলে অভিমান করে। এই অহঙ্কারই জীবকে জড় জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখার শক্তি। ভগবান বার বার বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবদের এই অহঙ্কার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন, এবং তাই সময় সময় জড় জগতের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারের কার্যকলাপ সংশোধন করার জন্য তিনি বদ্ধ জীবদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন অংশের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতায় তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।

শ্লোক ২৯

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত ।
কার্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ২৯ ॥

মহৎ—মহৎ; **তত্ত্বাৎ**—কারণিক সত্য থেকে; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকার প্রাপ্ত হয়ে; **অহম্**—অহঙ্কার; **তত্ত্বম্**—জড় সত্য; **ব্যজায়ত**—প্রকাশিত হয়; **কার্য**—কার্য; **কারণ**—কারণ; **কর্তৃ**—কর্তা; **আত্মা**—আত্মা বা উৎস; **ভূত**—প্রাকৃত উপকরণসমূহ;

ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; মনঃ-ময়ঃ—মানসিক স্তরে বিচরণশীল; বৈকারিকঃ—সত্ত্বগুণ; তৈজসঃ—রজোগুণ; চ—এবং; তামসঃ—তমোগুণ; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; অহম্—অহঙ্কার; ত্রিধা—তিন প্রকার।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব বা মহান কারণিক সত্য অহঙ্কারে রূপান্তরিত হয়, যা কারণ, কার্য এবং কর্তা এই তিন পর্বে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ মানসিক স্তরে সম্পাদিত হয়, এবং এগুলির ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত, স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ ও মানসিক জল্পনা-কল্পনা। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণে অহঙ্কার প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

শুদ্ধ জীবাত্মা তাঁর আদি আধ্যাত্মিক স্থিতিতে ভগবানের নিত্য কিঙ্করূপে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন থাকে। যে সমস্ত জীবাত্মা এই প্রকার শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত তাঁরা মুক্ত, এবং তাই তাঁরা চিদাকাশের বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকের পূর্ণ জ্ঞানময় ও আনন্দময় স্থিতিতে নিত্য বিরাজ করেন। জড় সৃষ্টির প্রকাশ তাঁদের জন্য নয়। নিত্যমুক্ত জীবাত্মাদের এই জড় সৃষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। জড় সৃষ্টি সেই সমস্ত বিদ্রোহী আত্মাদের জন্য, যারা পরমেশ্বর ভগবানের বশ্যতা স্বীকার করে না। ভ্রান্তভাবে এই আধিপত্য করার প্রবৃত্তিকে বলা হয় অহঙ্কার। তার প্রকাশ হয় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণে, এবং তার অস্তিত্ব কেবল মনোধর্মে। যারা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা মনে করে যে, প্রতিটি ব্যক্তি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, এবং তাই ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের তারা ঠাট্টা করে। রজোগুণের প্রভাবে যারা গর্বান্বিত, তারা বিভিন্নভাবে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। তাদের কেউ কেউ জনহিতকর কার্যকলাপে যুক্ত হয়, যেন তারা তাদের মনোধর্ম-প্রসূত পরিকল্পনার মাধ্যমে অন্যের হিতসাধনের জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। এই প্রকার মানুষেরা লৌকিক পরোপকারের পন্থা গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের এই সমস্ত পরিকল্পনার ভিত্তি হচ্ছে অহঙ্কার। অবশেষে, এই অহঙ্কার ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের অহঙ্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং তারা ভ্রান্তভাবে তাদের স্থূল জড় দেহকে তাদের আত্মা বলে মনে করে। তার ফলে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেহকেন্দ্রিক। এই সমস্ত মানুষদের অহঙ্কারাত্মক ধারণা অনুসারে আচরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান কৃপা করে তাদের ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করার সুযোগ দেন, যাতে তারা ভগবৎ

তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে। তাই, সমগ্র জড় সৃষ্টি সেই সব অহঙ্কারাচ্ছন্ন জীবাত্মাদের জন্য নির্মিত হয়েছে, যারা জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্তির অধীন হয়ে মনোরথে বিচরণ করে।

শ্লোক ৩০

অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ ॥ ৩০ ॥

অহম্-তত্ত্বাৎ—অহঙ্কার তত্ত্ব থেকে; বিকুর্বাণাৎ—রূপান্তরিত হওয়ার ফলে; মনঃ—মন; বৈকারিকাৎ—সত্ত্বগুণের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছে; বৈকারিকাঃ—সাত্ত্বিক অহঙ্কারের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা; চ—ও; যে—এই সমস্ত; দেবাঃ—দেবতাগণ; অর্থ—বস্তু; অভিব্যঞ্জনম্—ভৌতিক জ্ঞান; যতঃ—উৎস।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে অহঙ্কার মনে রূপান্তরিত হয়। যে সমস্ত দেবতারা প্রকাশ্যমান জগতের নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাও সেই একই তত্ত্ব থেকে, অর্থাৎ অহঙ্কার এবং সত্ত্বগুণের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে অহঙ্কারের প্রতিক্রিয়াই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত উপাদানের উৎস।

শ্লোক ৩১

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্মময়ানি চ ॥ ৩১ ॥

তৈজসানি—রজোগুণ; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; এব—নিশ্চয়ই; জ্ঞান—জ্ঞান, দার্শনিক অনুমান; কর্ম—সকাম কর্ম; ময়ানি—প্রাধান্যপূর্ণ; চ—ও।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চিতভাবে রাজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। আর তাই, জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক দার্শনিক জ্ঞান এবং সকাম কর্ম প্রধানত রজোগুণ থেকেই উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

অহঙ্কারের প্রধান কার্য হচ্ছে নিরীশ্বরতা। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে ভগবানের নিত্য দাসরূপ তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে সুখী হতে চায়, তখন সে প্রধানত দুইভাবে আচরণ করে। প্রথমে সে ব্যক্তিগত লাভ অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য সকাম কর্ম করার প্রচেষ্টা করে, এবং দীর্ঘকাল ধরে সকাম কর্ম করার পর যখন সে নিরাশ হয়, তখন সে মনোধর্মী দার্শনিক হয়ে নিজেকে ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার এই ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে মায়ার অন্তিম প্রলোভন, যা জীবকে অহঙ্কারের প্রভাবে সম্মোহিত করে বিস্মৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

অহঙ্কারের এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সব রকম দার্শনিক অনুমানের অভ্যাস পরিত্যাগ করা। সকলেরই নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, অপূর্ণ অহংভাবাপন্ন ব্যক্তির দার্শনিক অনুমানের দ্বারা কখনও পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায় না। পরমতত্ত্ব বা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত দ্বাদশ মহাজনদের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে প্রীতিপূর্বক ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। এই প্রকার প্রচেষ্টার প্রভাবেই কেবল ভগবানের মায়াশক্তিকে জয় করা যায়, যদিও ভগবানের এই মায়া দুরত্যয়া, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩২

তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

তামসঃ—তমোগুণ থেকে; ভূত-সূক্ষ্ম-আদিঃ—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; যতঃ—যার থেকে; খম্—আকাশ; লিঙ্গম্—প্রতীকাত্মক; আত্মনঃ—পরমাত্মার।

অনুবাদ

আকাশ শব্দের পরিণাম, এবং শব্দ তামসিক অহঙ্কারের রূপান্তর। অর্থাৎ, আকাশ পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে *এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ* । আকাশ পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি। যারা রজ এবং তম অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের জন্য আকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৩

কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ ।
নভসোঽনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্বন্নির্ম্মমেঽনিলম্ ॥ ৩৩ ॥

কাল—সময়; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **অংশ-যোগেন**—আংশিকভাবে মিশ্রিত; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বীক্ষিতম্**—দৃষ্টিপাত করেছিলেন; **নভঃ**—আকাশ; **নভসঃ**—আকাশ থেকে; **অনুসৃতম্**—এইভাবে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে; **স্পর্শম্**—স্পর্শ; **বিকুর্বৎ**—রূপান্তরিত হয়ে; **নির্ম্মমে**—সৃষ্টি হয়েছে; **অনিলম্**—বায়ু।

অনুবাদ

তারপর পরমেশ্বর ভগবান আকাশের প্রতি ঈক্ষণ করেন, যা শাশ্বত কাল এবং বহিরঙ্গা শক্তির আংশিক মিশ্রণ, এবং তার ফলে স্পর্শ অনুভূতির বিকাশ হয়, যার থেকে আকাশে বায়ুর উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় সৃষ্টি সূক্ষ্ম থেকে স্থূল রূপ গ্রহণ করে। এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হয়েছে। আকাশ থেকে স্পর্শ অনুভূতির উদ্ভব হয়, যা হচ্ছে শাশ্বত কাল, বহিরঙ্গা প্রকৃতি এবং ভগবানের ঈক্ষণের মিশ্রণ। স্পর্শ অনুভূতি আকাশে বায়ুতে পরিণত হয়। তেমনই অন্য সমস্ত স্থূল পদার্থও সূক্ষ্ম থেকে স্থূলতে পরিণত হয়েছে—শব্দ আকাশে পরিণত হয়েছে, স্পর্শ বায়ুতে পরিণত হয়েছে, রূপ অগ্নিতে পরিণত হয়েছে, রস জলে পরিণত হয়েছে, এবং ঘ্রাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অনিলোঽপি বিকুর্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ ।
সসর্জ্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচনম্ ॥ ৩৪ ॥

অনিলঃ—বায়ু; **অপি**—ও; **বিকুর্বাণঃ**—রূপান্তরিত হয়ে; **নভসা**—আকাশ; **উরু-বল-অন্বিতঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **সসর্জ্জ**—সৃষ্টি করেছে; **রূপ**—রূপ; **তৎ-মাত্রম্**—ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **জ্যোতিঃ**—বিদ্যুৎ; **লোকস্য**—জগতের; **লোচনম্**—দর্শন করার আলোক।

অনুবাদ

তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী বায়ু আকাশের সঙ্গে বিকার প্রাপ্ত হয়ে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করেছে, এবং রূপতন্মাত্র থেকে ভুবন প্রকাশক জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্বৎপরবীক্ষিতম্ ।
আধত্তাম্ভো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনিলেন—বায়ুর দ্বারা; অন্বিতম্—সংযুক্ত; জ্যোতিঃ—বিদ্যুৎ; বিকুর্বৎ—রূপান্তরিত হয়ে; পরবীক্ষিতম্—পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে; আধত্ত—সৃষ্টি হয়েছে; অম্ভঃ রস-ময়ম্—স্বাদযুক্ত জল; কাল—শাশ্বত কালের; মায়া-অংশ—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি; যোগতঃ—মিশ্রণ দ্বারা।

অনুবাদ

সেই জ্যোতি যখন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তখন কাল ও মায়ার অংশযোগে রসতন্মাত্র এবং জলের উৎপত্তি হয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

জ্যোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্বদ্ব্রহ্মবীক্ষিতম্ ।
মহীং গন্ধগুণামাধাৎকালমায়াংশযোগতঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্যোতিষা—বিদ্যুৎ; অম্ভঃ—জল; অনুসংসৃষ্টম্—এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে; বিকুর্বৎ—রূপান্তরের ফলে; ব্রহ্ম—পরম; বীক্ষিতম্—এই প্রকার দৃষ্টিপাতের ফলে; মহীম্—পৃথিবী; গন্ধ—গন্ধ; গুণম্—গুণ; আধাৎ—সৃষ্টি হয়েছিল; কাল—শাশ্বত কাল; মায়া—বহিরঙ্গা শক্তি; অংশ—আংশিকভাবে; যোগতঃ—মিশ্রণের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর জ্যোতি থেকে উদ্ভূত জল ভগবানের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তাতে কাল ও মায়ার সহযোগে গন্ধ গুণাত্মিকা পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল।

তাৎপর্য

উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে ভৌতিক উপাদানের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সংযোজন এবং পরিবর্তনের সমস্ত স্তরেই ভগবানের দৃষ্টিপাত আবশ্যক। প্রত্যেক রূপান্তরে ভগবানের দৃষ্টিপাত হচ্ছে অন্তিম পূর্ণতা প্রদানকারী স্পর্শ, যিনি একজন চিত্রকরের মতো বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে এক বিশেষ রঙ সৃষ্টি করেন। যখন একটি উপাদানের সঙ্গে অন্য উপাদানের মিশ্রণ হয়, তখন তাতে গুণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন আকাশ হচ্ছে বায়ুর কারণ, এবং আকাশে কেবল একটি গুণ, যথা শব্দ রয়েছে, কিন্তু অনন্ত কাল এবং বহিরঙ্গা প্রকৃতিসহ ভগবানের দৃষ্টিপাতের সঙ্গে আকাশের মিলনের ফলে বায়ু উৎপন্ন হয়, যার গুণ হচ্ছে দুটি—শব্দ এবং স্পর্শ। তেমনই বায়ুর সৃষ্টির পর, কাল ও বহিরঙ্গা প্রকৃতির স্পর্শ সমন্বিত আকাশ এবং বায়ুর পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। আর বিদ্যুৎ, বায়ু ও আকাশের পরস্পরের ক্রিয়ার পর তার সঙ্গে কাল ও বহিরঙ্গা শক্তির মিলন এবং ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জল উৎপন্ন হয়। আকাশের অন্তিম অবস্থায় তাতে কেবল একটি গুণ, তা হচ্ছে শব্দ; বায়ুতে দুটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ; আগুনে তিনটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে চারটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং ভৌতিক বিকাশের অন্তিম পরিণাম হচ্ছে মাটি, যাতে শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পাঁচটি গুণ রয়েছে। যদিও সেগুলি বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ, এই মিশ্রণ আপনা থেকেই সংগঠিত হয় না, ঠিক যেমন শিল্পীর স্পর্শ ব্যতীত আপনা থেকেই রঙের মিশ্রণ হয় না। জড়া প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতরূপ স্পর্শের প্রভাবে সক্রিয় হয়। সমস্ত ভৌতিক পরিবর্তনে চেতনাই হচ্ছে শেষ কথা। এই ঘটনাটি ভগবদ্গীতায় (৯/১০) এইরূপভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ভৌতিক উপাদানগুলি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে কার্য করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় ভগবানের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। যারা ভৌতিক উপাদানের পরিবর্তনটুকু শুধু দেখতে পায়, কিন্তু সেগুলির পেছনে ভগবানের অদৃশ্য হাতকে দেখতে পায় না, তারা নিঃসন্দেহে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, যদিও বড় বড় বৈজ্ঞানিক বলে তাদের ঘোষণা করা হয়।

শ্লোক ৩৭

ভূতানাং নভ আদীনাং যদ্‌যদ্ভব্যাবরাবরম্ ।
তেষাং পরানুসংসর্গাদ্‌যথাসংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥

ভূতানাম্—সমস্ত ভৌতিক উপাদানের; নভঃ—আকাশ; আদীনাম্—শুরু থেকে; যৎ—যেমন; যৎ—এবং যেমন; ভব্য—হে সজ্জন পুরুষ; অবর—নিম্নতর; বরম্—শ্রেষ্ঠ; তেষাম্—তাদের সকলের; পর—পরম; অনুসংসর্গাৎ—অন্তিম স্পর্শ; যথা—যতগুলি; সংখ্যম্—সংখ্যা; গুণান্—গুণসমূহ; বিদুঃ—আপনি জানতে পারেন।

অনুবাদ

হে সজ্জন পুরুষ, সমস্ত ভৌতিক উপাদানসমূহ, আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত সব কটি ভৌতিক উপাদানে প্রকাশিত হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতরূপ অন্তিম স্পর্শের ফলে।

শ্লোক ৩৮

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ ।
নানাত্বাৎস্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥ ৩৮ ॥

এতে—এই সমস্ত জড় উপাদানের; দেবাঃ—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; কলাঃ—অংশ; বিষ্ণোঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কাল—সময়; মায়া—বহিরঙ্গা শক্তি; অংশ—অংশ; লিঙ্গিনঃ—এইভাবে দেহপ্রাপ্ত; নানাত্বাৎ—বিভিন্ন রূপের কারণে; স্ব-ক্রিয়া—স্বীয় কর্তব্য; অনীশাঃ—অনুষ্ঠান করতে সক্ষম না হয়ে; প্রোচুঃ—বলেছিলেন; প্রাঞ্জলয়ঃ—চিত্তাকর্ষক; বিভুম্—ভগবানকে।

অনুবাদ

উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট কলা। তাঁরা বহিরঙ্গা শক্তির অধীন শাশ্বত কালের প্রভাবে দেহ ধারণ করেন, এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। তাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার জন্য উচ্চতর লোকে নিবাসকারী দেবতাদের ধারণা কাল্পনিক নয়, যা মূর্খ লোকেরা সাধারণত মনে করে থাকে। দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর প্রকাশরূপ বিভিন্ন অংশ, এবং তাঁরা কাল, বহিরঙ্গা প্রকৃতি এবং ভগবানের আংশিক চেতনার মূর্তরূপ। মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীরাও ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাদেরও বিভিন্ন প্রকার জড় দেহ রয়েছে, কিন্তু তারা জড়া প্রকৃতির ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রক নয়। পক্ষান্তরে, তারা এই সমস্ত দেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ অনাবশ্যক নয়; আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগগুলির মতোই সেগুলির আবশ্যক। নিয়ন্ত্রিত জীবদের কখনও দেবতাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার কার্যে নিযুক্ত ভগবানের মহান ভক্ত। কেউ যমরাজের প্রতি রুষ্ট হতে পারে, কেননা তিনি পাপাত্মাদের দণ্ডদান করার মতো প্রশংসাবিহীন কার্য করেন, কিন্তু যমরাজ হচ্ছেন মহাজন নামে পরিচিত ভগবানের একজন মহান ভক্ত, এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতারাও তাই। ভগবানের ভক্ত কখনও ভগবানের সহায়করূপে নিযুক্ত ঐ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না, কিন্তু ভগবান কর্তৃক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ভক্ত তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সেই সঙ্গে ভগবদ্ভক্ত মূর্খের মতো তাঁদের ভগবান বলেও ভুল করেন না। মূর্খেরাই কেবল দেবতাদের বিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত বিষ্ণুর দাস।

যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাদের বলা হয় পাষণ্ডী বা নাস্তিক। দেবতারা সেই সমস্ত মানুষদের দ্বারা পূজিত হন, যারা ন্যূনাধিক জ্ঞান, যোগ এবং কর্মের পন্থার অনুগামী, যেমন—নির্বিশেষবাদী, ধ্যানী এবং সকাম কর্মী। ভক্তেরা কিন্তু কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। এই আরাধনা সকাম কর্মী, যোগী, এবং মুমুক্ষু স্তর পর্যন্ত জড়বাদীদের মতো কোন জড় লাভের জন্য নয়। ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি লাভের জন্য। যারা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ভগবৎ প্রেম লাভের জন্য চেষ্টা করে না, ভগবান তাদের দ্বারা পূজিত হন না। যে সমস্ত মানুষ ভগবানের সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপনে বিমুখ, তারা তাদের নিজেদেরই কার্যকলাপের জন্য ন্যূনাধিক পরিমাণে অপরাধী।

ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী, ঠিক প্রবহমান গঙ্গার ধারার মতো। গঙ্গার জল সকলকেই পবিত্র করে, তবুও গঙ্গার তটবর্তী বৃক্ষের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন।

গঙ্গার তটবর্তী আম্র বৃক্ষ গঙ্গার জল পান করে, আবার একটি নিম বৃক্ষও সেই জল পান করে। কিন্তু সেই বৃক্ষ দুটির ফল ভিন্ন ভিন্ন। একটি ফল স্বর্গীয় মধুরতায় পূর্ণ, অপরটি নারকীয়ভাবে তিক্ত। নিমের নারকীয় তিক্ততার কারণ তার পূর্বকৃত কর্ম, তেমনই আমের মিষ্টতার কারণও তার পূর্বকৃত কর্ম। ভগবদ্গীতায় (১৬/১৯) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"ভগবৎ বিদ্বেষী, ক্রূর দুরাচার এবং নরাধমদের আমি নিরন্তর ভবসমুদ্রে আসুরিক যোনিতে নিক্ষেপ করি।" যমরাজের মতো দেবতাদের নিয়ন্ত্রকের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে সেই সমস্ত অবাঞ্ছনীয় বদ্ধ জীবদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, যারা ভগবানের রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে। যেহেতু সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক, তাই, কখনও তাদের নিন্দা করা উচিত নয় অথবা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৯

দেবা উচুঃ

নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্ ।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥ ৩৯ ॥

দেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **নমাম**—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **পদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **তাপ**—কষ্ট; **উপশম**—নিবারণ করার জন্য; **আতপত্রম্**—ছত্র; **যৎ-মূল-কেতাঃ**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়; **যতয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অঞ্জসা**—পূর্ণরূপে; **উরু**—মহান; **সংসার-দুঃখম্**—জড়জাগতিক অস্তিত্বজনিত ক্লেশ; **বহিঃ**—বাইরে; **উৎক্ষিপন্তি**—বলপূর্বক নিক্ষেপ করে।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন— হে ভগবান! আপনার চরণারবিন্দ শরণাগত জীবেদের কাছে একটি ছত্রের মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই

আশ্রয়ে আশ্রিত মহর্ষিগণ সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বহু ঋষি ও মহাত্মা রয়েছেন যাঁরা পুনর্জন্ম ও অন্যান্য জাগতিক ক্লেশ জয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অনায়াসে এই সমস্ত ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেন। যাঁরা অন্য উপায়ে পারমার্থিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হন, তাঁরা তা পারেন না। তাঁদের পক্ষে তা অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁরা কৃত্রিমভাবে মনে করতে পারেন যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে তাঁরা মুক্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব নয়। এই প্রকার ভ্রান্ত মুক্তির স্তর থেকে মানুষ সংসারের আবর্তে পুনরায় অবশ্যই অধঃপতিত হয়, তা তাঁরা যতই কঠোর ব্রত এবং তপস্যা সাধন করুন না কেন। এইটি দেবতাদের অভিমত, যাঁরা কেবল বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শীই নন, অধিকন্তু অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও। দেবতাদের অভিমতও অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা তাঁরা বিশ্বের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত। তাঁরা বিশ্বস্ত সেবকরূপে ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন।

শ্লোক ৪০

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবা-
স্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম ।
আত্মন্লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রি-
চ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥

ধাতঃ—হে পিতা; যৎ—যেহেতু; অস্মিন্—এতে; ভবে—জড় জগতে; ঈশ—হে ভগবান; জীবাঃ—জীবাত্মা; তাপ—দুঃখ; ত্রয়েণ—তিনের দ্বারা; অভিহতাঃ—সর্বদা বিহ্বল হয়; ন—কখনই না; শর্ম—সুখে; আত্মন্—আত্মা; লভন্তে—লাভ করেন; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; তব—আপনার; অঙ্ঘ্রি-ছায়াম্—শ্রীপাদপদ্মের ছায়া; স-বিদ্যাম্—পূর্ণজ্ঞান; অতঃ—লাভ করেন; আশ্রয়েম—আশ্রয়।

অনুবাদ

হে পিতা, হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান। এই জড় জগতে জীবেরা কখনও সুখী হতে পারে না, কেননা তারা ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা অভিভূত। তাই তারা

আপনার জ্ঞানে পরিপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরাও সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির পন্থা ভাবুকতাপূর্ণ অথবা লৌকিক নয়। এইটি এক বাস্তব পন্থা যার দ্বারা জীবাত্মা আধি-আত্মিক, আধি-দৈবিক এবং আধি-ভৌতিক ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য আনন্দ লাভ করতে পারে। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ সমস্ত জীব—তা সে মানুষ হোক, পশু হোক, দেবতা হোক অথবা পক্ষী হোক—সকলেই আধ্যাত্মিক (শারীরিক বা মানসিক), আধিভৌতিক (অন্য প্রাণীদের দ্বারা প্রদত্ত) এবং আধিদৈবিক (অতি প্রাকৃত বিশৃঙ্খলাজনিত) ক্লেশসমূহ সহ্য করতে বাধ্য। সুখভোগের জন্য তার প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবনের ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার কঠোর সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে কেবল একটি উপায়েই মুক্ত হতে পারে, এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা।

যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত যে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, সেই কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম যেহেতু দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ, তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা হলে সেই প্রয়োজনটি পূর্ণ হয়ে যায়। সেই বিষয়ে আমরা পূর্বেই প্রথম স্কন্ধে (১/২/৭) আলোচনা করেছি—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিযোগ সম্পাদিত হলে, জ্ঞানের কোন অভাব হয় না। ভগবান স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে তিনি ভগবদ্গীতায় (১০/১০) বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা কখনও কাউকে জড় জগতের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারে না। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হয়ে জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্লোক ৪১

মার্গন্তি যত্তে মুখপদ্মনীড়ৈ-
শ্ছন্দঃসুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে ।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ
পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৪১ ॥

মার্গন্তি—অন্বেষণ করে; যৎ—যেমন; তে—আপনার; মুখ-পদ্ম—মুখকমল; নীড়ৈঃ—যাঁরা এই চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করেছেন; ছন্দঃ—বৈদিক মন্ত্র; সুপর্ণৈঃ—পাখার দ্বারা; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; বিবিক্তে—নির্মল চিত্তে; যস্য—যার; অঘ-মর্ষ-ঊদ—সমস্ত পাপের ফল থেকে যা মুক্তি প্রদান করে; সরিৎ—নদী; বরায়াঃ—সর্বোত্তম; পদম্ পদম্—প্রতি পদে; তীর্থ-পদঃ—যাঁর চরণারবিন্দ তীর্থস্থানের মতো; প্রপন্নাঃ—শরণাগত।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। নির্মল চিত্ত মহর্ষিরা বেদরূপী পাখার দ্বারা বাহিত হয়ে নিরন্তর আপনার মুখকমলরূপ নীড়ের আশ্রয় অন্বেষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার শরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিপদে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

পদ্মের পাপড়িতে নীড় রচনাকারী রাজহংসের সঙ্গে পরমহংসদের তুলনা করা হয়। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের অঙ্গসমূহের তুলনা পদ্ম ফুলের সঙ্গে করা হয়, কেননা জড় জগতে পদ্ম ফুল হচ্ছে সৌন্দর্যের চরম অভিব্যক্তি। এই জগতে সবচাইতে সুন্দর বস্তু হচ্ছে বেদ বা ভগবদ্গীতা, কেননা তাতে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। পরমহংসেরা ভগবানের মুখকমলে তাঁদের নীড় রচনা করেন, এবং সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের অন্বেষণ করেন, যা বৈদিক জ্ঞানরূপ পক্ষের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাখি যেমন নীড় ছেড়ে উড়ে যাবার পর পুনরায় পূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্য নীড়ের অন্বেষণ করে, তেমনই বৈদিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের আশ্রয়ের অন্বেষণ করেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস। সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব*

বেদ্যঃ । হংসসদৃশ বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, এবং বিভিন্ন দর্শনের নিষ্ফল জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কখনও মনোভরে বিরাজ করেন না।

ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি সুরধুনী গঙ্গাকে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তার করেছেন, যাতে সেই পবিত্র সলিলে স্নান করে সকলেই প্রতি পদে সংঘটিত পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে। পৃথিবীতে বহু নদী রয়েছে, যেগুলিতে স্নান করার ফলে ভগবৎ চেতনার উদয় হয়, এবং তাদের মধ্যে গঙ্গা হচ্ছে প্রধানা। ভারতবর্ষে পাঁচটি পবিত্র নদী রয়েছে, কিন্তু গঙ্গা হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচাইতে পবিত্র। মানুষদের জন্য গঙ্গা নদী ও ভগবদ্গীতা হচ্ছে দিব্য সুখের উৎস, এবং বুদ্ধিমান মানুষেরা তাদের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। এমনকি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ভগবদ্গীতার স্বল্প জ্ঞান এবং অল্পমাত্রায় গঙ্গা জল পান করার ফলে, মানুষ যমরাজের দণ্ড থেকে রক্ষা পেতে পারে।

শ্লোক ৪২

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায় ।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা
ব্রজেম তত্তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥ ৪২ ॥

যৎ—যা; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; শ্রুতবত্যা—কেবল শ্রবণ করার ফলে; চ—ও; ভক্ত্যা—ভক্তিতে; সংমৃজ্যমানে—নির্মল হয়ে; হৃদয়ে—হৃদয়ে; অবধায়—ধ্যান; জ্ঞানেন—জ্ঞানের দ্বারা; বৈরাগ্য—অনাসক্তি; বলেন—বলের দ্বারা; ধীরাঃ—শান্ত; ব্রজেম—অবশ্যই যাওয়া কর্তব্য; তৎ—তা; তে—আপনার; অঙ্ঘ্রি—চরণ; সরোজ-পীঠম্—পদ্মবন।

অনুবাদ

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কেবল আপনার শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে, এবং হৃদয়ে তার ধ্যান করার ফলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, এবং বৈরাগ্যবলে শান্ত হয়। তাই, আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার মহিমা এমনই যে, অন্য কোনও পন্থার সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের মন এতই বিক্ষুব্ধ যে, তাদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বিধিবদ্ধ সাধনার মাধ্যমে পরম সত্যের অন্বেষণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই প্রকার জড়বাদীরাও যদি অল্প শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, গুণ, যশ, রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ করে, তাহলে তারাও জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের সমস্ত প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে পারে। বদ্ধ জীব দেহাত্ম-বুদ্ধিতে আসক্ত, এবং তাই সে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন বিষয়াসক্তির প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করে, এবং এই প্রকার বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞানের কোন অর্থ হয় না। জড় সুখ উপভোগের ক্ষেত্রে সবচাইতে দৃঢ় আসক্তি হচ্ছে যৌনজীবন। যে ব্যক্তি যৌনজীবনের প্রতি আসক্ত, বুঝতে হবে যে, সে অজ্ঞান। জ্ঞানের পশ্চাতে বৈরাগ্যের উদয় হওয়া আবশ্যক। সেইটি হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির পন্থা। যদি কেউ ভগবানের চরণারবিন্দের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তাহলে আত্ম উপলব্ধির দুটি অনিবার্য গুণ—জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, অতি শীঘ্রই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে *ধীর* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি বিচলিত হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও বিচলিত হন না, তাঁকে বলা হয় *ধীর* । শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন, "যখন থেকে আমার হৃদয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতে অভিভূত হয়েছে, তখন থেকে আমি আর যৌনজীবনের কথা চিন্তাও করতে পারি না, এবং যদি সেই চিন্তার উদয় হয়ও, তাহলে সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি ঘৃণা অনুভব করি।" শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার সরল পন্থার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্ত অতি উন্নত ধীর হয়ে ওঠেন।

ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ করা। এই প্রকার সদ্‌গুরুকে গ্রহণ করতে হয় নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উৎকর্ষ সাধন ভক্তেরা বাস্তবিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করেন। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে এই শ্রবণের পন্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করেছেন, এবং এই পন্থা অনুশীলনের ফলে মানুষ অন্য সমস্ত মার্গকে পরাভূত করে সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪৩

বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে ।
ব্রজেম সর্বে শরণং যদীশ
স্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং স্বপুংসাম্ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বস্য—জগতের; জন্ম—সৃষ্টি; স্থিতি—পালন; সংযম-অর্থে—প্রলয়ের জন্যও; কৃত—স্বীকার করেন অথবা ধারণ করেন; অবতারস্য—অবতারদের; পদ-অম্বুজম্—শ্রীপাদপদ্ম; তে—আপনার; ব্রজেম—আমরা শরণ গ্রহণ করি; সর্বে—আমরা সকলে; শরণম্—আশ্রয়; যৎ—যা; ঈশ—হে ভগবান; স্মৃতম্—স্মরণ; প্রযচ্ছতি—প্রদান করে; অভয়ম্—ভয়শূন্যত্ব; স্ব-পুংসাম্—ভক্তদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য আপনি অবতার গ্রহণ করেন, এবং তাই, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, কেননা তা সর্বদা আপনার ভক্তদের স্মৃতি ও অভয় প্রদান করে।

তাৎপর্য

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য তিন অবতার রয়েছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব)। তাঁরা পরিদৃশ্যমান জগতের কারণস্বরূপ তিনটি গুণের নিয়ন্তা বা প্রভু। বিষ্ণু সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা, ব্রহ্মা রজোগুণের নিয়ন্তা, এবং মহেশ্বর তমোগুণের নিয়ন্তা। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ভক্ত রয়েছেন। যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন তাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, যাঁরা রজোগুণে রয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মার আরাধনা করেন, এবং যাঁরা তমোগুণে রয়েছেন তাঁরা শিবের আরাধনা করেন। এই তিনটি বিগ্রহই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, কেননা তিনি হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর। দেবতারা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নির্দেশ করেছেন, বিভিন্ন অবতারদের নয়। তবে জড় জগতে ভগবানের বিষ্ণুরূপী অবতার দেবতাদের দ্বারা সরাসরিভাবে পূজিত হন। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার কার্যে যখন অসুবিধা দেখা দেয়, তখন দেবতারা ক্ষীর-সমুদ্রে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিবেদন করেন। ভগবানের

অবতার হলেও ব্রহ্মা ও শিব শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, এবং এইভাবে তাঁদেরও দেবতাদের মধ্যে গণনা করা হয়, তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করা হয় না। যাঁরা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁদের বলা হয় সুর বা দেবতা, আর যারা তাঁর আরাধনা করে না, তাদের বলা হয় অসুর। বিষ্ণু সর্বদাই দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব কখনও কখনও অসুরদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের স্বার্থ অনুসারে তাঁরা তাদের সঙ্গে এক হন, কিন্তু তাঁরা তা করেন অসুরদের উপর তাঁদের প্রভুত্ব স্থাপন করার জন্য।

শ্লোক ৪৪

যৎসানুবন্ধেঽসতি দেহগেহে
মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাম্ ।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্যাং
ভজেম তত্তে ভগবন্ পদাব্জম্ ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যেহেতু; স-অনুবন্ধে—আবদ্ধ হওয়ার ফলে; অসতি—এইভাবে হওয়ার ফলে; দেহ—স্থূল জড় শরীর, গেহে—গৃহে; মম—আমার; অহম্—আমি; ইতি—এইভাবে; ঊঢ়—মহান, গভীর; দুরাগ্রহাণাম্—অবাঞ্ছিত উৎসুকতা; পুংসাম্—মানুষদের; সু-দূরম্—বহু দূরে; বসতঃ—বাস করে; অপি—যদিও; পুর্যাম্—শরীরে; ভজেম—আমরা আরাধনা করব; তৎ—তাই; তে—আপনার; ভগবান্—হে প্রভু; পদ-অব্জম্—চরণকমল।

অনুবাদ

হে প্রভু! আত্মীয়স্বজনসহ তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাদের 'আমি' ও 'আমার' এই অবাঞ্ছিত বাসনা প্রবল, সেই সমস্ত মানুষদের দেহপুরে আপনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করলেও যে পাদপদ্ম তাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে ভজনা করি।

তাৎপর্য

সমগ্র বৈদিক জীবন-দর্শন হচ্ছে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কেননা জড় বন্ধনই মানুষের অভিশপ্ত দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জড় জগতের উপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ

তাকে এই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার প্রেরণা হচ্ছে 'আমি' ও 'আমার' ধারণা। "আমি যা কিছু দেখি, সেই সব কিছুরই মালিক আমি, আমার অধিকারে এত কিছু রয়েছে, এবং আমি আরও অনেক কিছু অধিকার করব। ধন ও বিদ্যায় আমার থেকে বড় কে আছে? আমি প্রভু, এবং আমি ভগবান। আমি ছাড়া আর কে আছে?" এই সমস্ত ধারণা অহং মম দর্শনের প্রতিবিম্ব, অর্থাৎ 'আমিই সব কিছু' এই ধারণা। যে সমস্ত মানুষ এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হয়ে আচরণ করে, তারা কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু চিরকালের জন্য সংসার যন্ত্রণা ভোগে অভিশপ্ত মানুষও এই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, যদি সে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সহজ পন্থাটি স্বীকার করে নেয়। এই কলিযুগে কৃষ্ণকথা শ্রবণের প্রক্রিয়াটি অবাঞ্ছিত পারিবারিক স্নেহ থেকে মুক্তি লাভের সবচাইতে কার্যকরী পন্থা, এবং তার ফলে অনায়াসে স্থায়ী মুক্তি লাভ করা যায়। কলিযুগ পাপে পূর্ণ, এবং মানুষ এই যুগের স্বাভাবিক পাপাচরণের প্রতি অধিক থেকে অধিকতরভাবে আসক্ত হচ্ছে, কিন্তু কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তনের প্রভাবে মানুষ নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। তাই, সব রকম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সর্বতোভাবে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার শিক্ষাই মানুষকে দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৪৫

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

তান্—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; বৈ—নিশ্চয়ই; হি—জন্য; অসৎ—জড়বাদী; বৃত্তিভিঃ—যারা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত, তাদের দ্বারা; অক্ষিভিঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; যে—যারা; পরাহৃত—দূরে অপহৃত; অন্তঃ-মনসঃ—আধ্যাত্মিক মনের; পরেশ—হে পরমেশ্বর; অথো—অতএব; ন—কখনই না; পশ্যন্তি—দেখতে পারে; উরুগায়—হে মহান; নূনম্—কিন্তু; যে—যারা; তে—আপনার; পদন্যাস—কার্যকলাপ; বিলাস—অপ্রাকৃত উপভোগ; লক্ষ্যাঃ—যারা দেখতে পারে।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! যে সমস্ত পাপীদের অন্তর্দৃষ্টি বহিরঙ্গা জড়বাদী কার্যকলাপের ফলে অত্যন্ত দূষিত হয়েছে, তারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারে না, কিন্তু, আপনার লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, সেই শুদ্ধ ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তাই, অন্তত নিজের অন্তরে ভগবানকে দর্শন করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু, যাদের অন্তর্দৃষ্টি বহিরঙ্গা ক্রিয়াকলাপের ফলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে তা দর্শন করা সম্ভব নয়। শুদ্ধ আত্মা, যা চেতনার দ্বারা উপলক্ষিত হয়, সাধারণ মানুষের পক্ষেও তা সহজে অনুভব করা সম্ভব, কেননা চেতনা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। যে যোগ-পদ্ধতি ভগবদ্গীতায় নির্দেশিত হয়েছে, তা হচ্ছে মানসিক কার্যকলাপকে অন্তরে একাগ্রীভূত করা এবং তার ফলে অন্তরের অন্তঃস্থলে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করা। কিন্তু অনেক তথাকথিত যোগী রয়েছে যাদের ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তারা কেবল চেতনার সম্বন্ধেই সচেতন, এবং তারা মনে করে যে, সেটি হচ্ছে চরম উপলব্ধি। এই প্রকার চেতনার উপলব্ধির শিক্ষা ভগবদ্গীতায় কেবল কয়েক মিনিটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করার ফলে সেই সমস্ত তথাকথিত যোগীদের তা উপলব্ধি করতে বহু বহু বছর লাগে। সবচাইতে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে ব্যষ্টি আত্মা থেকে ভগবানের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করা, অথবা ভগবান ও ব্যষ্টি আত্মাকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করা। নির্বিশেষবাদীরা প্রতিবিম্ববাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে, এবং তার ফলে তারা ভ্রান্তভাবে ব্যষ্টি চেতনাকে পরম চেতনা বলে মনে করে।

যে কোন নিষ্ঠাপরায়ণ সাধারণ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্ববাদ অনায়াসে স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। জলে যখন আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন আকাশ ও তারকারাজি দুটিই জলের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এইটি সহজেই বোঝা যায় যে, জলে আকাশ ও তারকারাজির প্রতিবিম্ব এবং প্রকৃত আকাশ ও তারকা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। তারাগুলি আকাশের অংশ এবং তাই সেইগুলিও সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আকাশ পূর্ণ, এবং তারাগুলি অংশ। তাই, তারা কখনও এক এবং অভিন্ন হতে পারে না। যে সমস্ত পরমার্থবাদী পরম চেতনাকে ব্যষ্টি চেতনা

থেকে পৃথক বলে স্বীকার করে না, তারা ভগবানের অস্তিত্বে অস্বীকারকারী জড়বাদীদের মতোই অপরাধী।

এই প্রকার অপরাধীরা তাদের অন্তরে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারে না, এবং তারা এমনকি ভগবানের ভক্তদেরও দর্শন করতে পারে না। ভগবানের ভক্তরা এতই কৃপাময় যে, মানুষকে ভগবৎ চেতনায় অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁরা সর্বত্র বিচরণ করেন। কিন্তু অপরাধীরা ভগবদ্ভক্তদের দর্শন করার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হয়, অথচ অপরাধশূন্য সাধারণ মানুষেরা ভক্তের উপস্থিতির দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত হন। এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ এবং একটি ব্যাধের খুব সুন্দর একটি কাহিনী রয়েছে। অরণ্যের শিকারী সেই ব্যাধটি যদিও ছিল মহাপাপী, তবুও সে জেনেশুনে কোন অপরাধ করেনি। নারদ মুনির সংস্পর্শে আসামাত্রই সে প্রভাবিত হয়, এবং তার ঘর-দোর পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু অপরাধী নলকুবের ও মণিগ্রীব দেবতাদের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও, পরবর্তী জীবনে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে দণ্ডভোগ করে, যদিও ভক্তের কৃপায় পরে তাদের ভগবান কর্তৃক উদ্ধার লাভ হয়। অপরাধীদের ভক্তের কৃপা লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, এবং তারপর তারা তাদের অন্তরে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু তাদের অপরাধ এবং জড়বাদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে, তারা ভগবানের ভক্তদের পর্যন্ত দর্শন করতে পারে না। বহির্মুখী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে তারা তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে হত্যা করে। কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা মূর্খদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রচেষ্টাজনিত অপরাধ গ্রহণ করেন না। ভগবানের ভক্তেরা নির্দ্বিধায় এই সমস্ত অপরাধীদের ভগবদ্ভক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেন। এইটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তদের স্বভাব।

শ্লোক ৪৬

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে ।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

পানেন—পান করার দ্বারা; তে—আপনার; দেব—হে প্রভু; কথা—প্রসঙ্গ; সুধায়াঃ—অমৃতের; প্রবৃদ্ধ—মহাজ্ঞানী; ভক্ত্যা—ভক্তিযুক্ত সেবার দ্বারা; বিশদ-

আশয়াঃ—অত্যন্ত গম্ভীর মনোবৃত্তি সহকারে; যে—যাঁরা; বৈরাগ্য-সারম্—বৈরাগ্যের সারাতিসার; প্রতিলভ্য—লাভ করে; বোধম্—বুদ্ধি; যথা—যতখানি; অঞ্জসা—অচিরে; অধীয়ুঃ—লাভ করেন; অকুণ্ঠ-ধিষ্ণ্যম্—চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক।

অনুবাদ

হে প্রভু! যাঁরা তাঁদের ঐকান্তিক মনোভাবের জন্য কেবল আপনার কথামৃত পানে প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্যের সারস্বরূপ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁরা অচিরেই চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী মনোধর্মী এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, নির্বিশেষবাদী পরমতত্ত্বকে জানবার প্রতিটি স্তরেই কেবল ক্লেশই ভোগ করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাঁর সাধনার শুরু থেকেই নিত্য আনন্দময় লোকে প্রবেশ করেন। ভক্তকে কেবল ভক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হয়, যা সাধারণ জীবনের যে কোন বস্তুর মতো সরল, এবং তিনি আচরণও করেন অত্যন্ত সরলভাবেই, কিন্তু তাঁর বিপরীত নির্বিশেষবাদী মনোধর্মীদের কৃত্রিম নির্বিশেষ অবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা দিয়ে বাক্যবিন্যাস রচনা করতে হয়। পূর্ণ জ্ঞান লাভের এই কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্বিশেষবাদীরা পরিণামে ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়, যা ভগবানের শত্রুরা কেবল ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার ফলেই লাভ করে। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে চিদাকাশের বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। নির্বিশেষবাদীরা কেবল আকাশ পর্যন্ত পৌঁছয়, কিন্তু অনুভবগম্য দিব্য আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সেই লোকে গমন করেন, যেখানে বাস্তব চিন্ময় জীবন বিদ্যমান। নিষ্ঠাপরায়ণ মনোভাব সহকারে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত প্রাপ্তি তুচ্ছ ধূলিকণার মতো ত্যাগ করে কেবল ভক্তিযোগের চিন্ময় পরম পরিণতিটুকুই স্বীকার করেন।

শ্লোক ৪৭

তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্ ।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥ ৪৭ ॥

তথা—যতদূর; অপরে—অন্যেরা; চ—ও; আত্ম-সমাধি—চিন্ময় আত্ম উপলব্ধি; যোগ—পন্থা; বলেন—বলের দ্বারা; জিত্বা—জয় করে; প্রকৃতিম্—অর্জিত স্বভাব বা প্রকৃতির গুণ; বলিষ্ঠাম্—অত্যন্ত বলবান; ত্বাম্—আপনি; এব—কেবল; ধীরাঃ—শান্ত; পুরুষম্—পুরুষ; বিশন্তি—প্রবেশ করেন; তেষাম্—তাদের জন্য; শ্রমঃ—অত্যধিক শ্রম; স্যাৎ—গ্রহণ করতে হয়; ন—কখনই না; তু—কিন্তু; সেবয়া—সেবার দ্বারা; তে—আপনার।

অনুবাদ

অন্যেরা, যাঁরা চিন্ময় আত্ম উপলব্ধির প্রভাবে শান্ত হয়েছেন, এবং জ্ঞানের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা প্রকৃতির গুণ জয় করেছেন, তাঁরাও আপনাতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁদের কেবল অত্যন্ত ক্লেশই লাভ হয়, অথচ ভক্তেরা কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন এবং তাঁদের এই প্রকার কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় না।

তাৎপর্য

প্রেমপূর্ণ শ্রম ও তার প্রতিফলের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও যোগীদের সঙ্গলাভে আসক্ত ব্যক্তিদের থেকে ভক্তদের সর্বদাই অগ্রাধিকার রয়েছে। এই সম্পর্কে অপরে শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'অপরে' বলতে জ্ঞানী ও যোগীদের বোঝায়, যারা কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আশা করে। যদিও ভক্তদের লক্ষ্যের তুলনায় তাদের লক্ষ্য ততটা মহত্ত্বপূর্ণ নয়, তবুও তাদের ভক্তদের থেকে অনেক বেশি শ্রম করতে হয়। কেউ হয়তো বলতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের জন্য ভক্তদেরও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু সেই শ্রম হচ্ছে প্রেমের প্রকাশ, এবং তাই, তার পরিণতিতে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয় বলে, সেই শ্রমকে শ্রম বলেই মনে হয় না। নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থেকে ভগবদ্ভক্ত সেবায় যুক্ত না থাকার থেকে অধিক আনন্দ আস্বাদন করেন। স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে উভয়কেই অধিক পরিশ্রম করতে হয় এবং দায়িত্বভার বহন করতে হয়, তবুও তারা যখন একলা থাকে, তখন তাদের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের অভাবে তারা অধিক কষ্ট অনুভব করে।

নির্বিশেষবাদীদের মিলন আর ভক্তদের মিলন এক নয়। নির্বিশেষবাদীরা সাযুজ্য-মুক্তি বা একত্বে লীন হয়ে তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত পরম স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের বিনিময় করার জন্য তাদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখে। অনুভূতির এই আদান-প্রদান দিব্য বৈকুণ্ঠলোকে

হয়, এবং তাই নির্বিশেষবাদীদের ঈপ্সিত মুক্তি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে আপনা থেকেই লাভ করা হয়ে যায়। ভক্তেরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে নিরন্তর দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—ভক্তদের লক্ষ্য হচ্ছে বৈকুণ্ঠ বা অকুণ্ঠধিষ্ণ্য, যেখানে কুণ্ঠা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়ে যায়। কখনও ভ্রান্তিবশত ভক্তদের লক্ষ্য এবং নির্বিশেষবাদীদের লক্ষ্যকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। তাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এবং ভক্তেরা যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, তা চিন্মাত্র বা একক চিন্ময় উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৪৮

তত্তে বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য
ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম ।
সর্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং
ন শক্নুমস্তৎপ্রতিহর্তবে তে ॥ ৪৮ ॥

তৎ—তাই; তে—আপনার; বয়ম্—আমরা সকলে; লোক—জগৎ; সিসৃক্ষয়া—সৃষ্টি করার জন্য; আদ্য—হে আদি পুরুষ; ত্বয়া—আপনার দ্বারা; অনুসৃষ্টাঃ—একে একে সৃষ্ট হয়ে; ত্রিভিঃ—প্রকৃতির তিন গুণ; আত্মভিঃ—নিজের দ্বারা; স্ম—অতীতে; সর্বে—সকলে; বিযুক্তাঃ—বিচ্ছিন্ন হয়েছে; স্ব-বিহার-তন্ত্রম্—নিজের আনন্দের জন্য কার্যকলাপের জাল; ন—না; শক্নুমঃ—করতে পারে; তৎ—তা; প্রতিহর্তবে—প্রদান করার জন্য; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

হে আদি পুরুষ! তাই, আমরা কেবল আপনারই। যদিও আমরা আপনার সৃষ্টি, আমরা প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে একে একে জন্মগ্রহণ করেছি, এবং এই কারণে আমাদের কার্যকলাপ পরস্পরের থেকে ভিন্ন। তাই, সৃষ্টির পর আপনাকে দিব্য আনন্দ প্রদান করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারিনি।

তাৎপর্য

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় সৃষ্টি কার্য করে। বিভিন্ন প্রাণীরাও সেই প্রভাবের অধীন, এবং তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের

সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারে না। এই বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপের জন্য এই জড় জগতে ঐকতান সম্ভব হয় না। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কার্যরত হওয়া। তার ফলে ঈপ্সিত ঐকতান সম্ভব হবে।

শ্লোক ৪৯

যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে
যথা বয়ং চান্নমদাম যত্র ।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা
বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ ॥ ৪৯ ॥

যাবৎ—যেমন; বলিম্—নৈবেদ্য; তে—আপনার; অজ—হে জন্মরহিত; হরাম—অর্পণ করব; কালে—যথাসময়ে; যথা—যতখানি; বয়ম্—আমরা; চ—ও; অন্নম্—খাদ্য-শস্য; অদাম—গ্রহণ করব; যত্র—যেখানে; যথা—যতখানি; উভয়েষাম্—আপনার ও আমাদের উভয়ের জন্য; তে—সমস্ত; ইমে—এই সমস্ত; হি—নিশ্চয়ই; লোকাঃ—জীবসমূহ; বলিম্—নৈবেদ্য; হরন্তঃ—নিবেদন করার সময়; অন্নম্—শস্য; অদন্তি—আহার করে; অনূহাঃ—নির্বিঘ্নে।

অনুবাদ

হে অজ! কৃপা করে আপনি আমাদের সেই মার্গ ও সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করুন, যা অনুসরণ করার ফলে আমরা আপনার উপভোগের জন্য সমস্ত অন্ন এবং সামগ্রী অর্পণ করতে পারি, যার ফলে আমরা এবং এই জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীরা নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারে, এবং আপনার জন্য ও আমাদের নিজেদের জন্য জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি।

তাৎপর্য

বিকশিত চেতনা মানবজীবন থেকে শুরু হয় এবং উচ্চতর লোকে বসবাসকারী দেবতাদের মধ্যে তা অধিকতর বিকশিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে পৃথিবী অবস্থিত, এবং মানবজীবন দেবতা ও দানবদের জীবনের মাধ্যমস্বরূপ। পৃথিবীর ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত লোকসমূহ উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দেবতাদের জন্য। তাঁদের দেবতা বলা হয়, কেননা তাঁদের জীবনের মান যদিও সংস্কৃতিতে, উপভোগে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে, বিদ্যায় এবং আয়ুতে অনেক অনেক উন্নত, তবুও তাঁরা সর্বদা পূর্ণরূপে

ভগবৎ চেতনাময়। এই প্রকার দেবতারা সব সময় পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য প্রস্তুত, কেননা তাঁরা পূর্ণরূপে অবগত যে, প্রতিটি জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস। তাঁরা এইটিও জানেন যে, ভগবানই কেবল সমস্ত জীবের জীবনের আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করতে পারেন। বৈদিক মন্ত্র, *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্, তা এনম্ অব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নম্ অদামে* ইত্যাদি, এই সত্যকে প্রতিপন্ন করে। ভগবদ্গীতাতেও ভগবানকে ভূতভৃৎ বা সমস্ত জীবের পালনকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

খাদ্যাভাবের কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এই আধুনিক মতবাদটি দেবতা অথবা ভগবদ্ভক্তেরা স্বীকার করেন না। ভগবদ্ভক্ত অথবা দেবতারা খুব ভালভাবে জানেন যে, ভগবান যে কোন সংখ্যক জীবের ভরণপোষণ করতে পারেন, যদি তারা জানে কিভাবে খেতে হয়। যদি তারা সাধারণ পশুদের মতো খেতে চায়, যাদের কোন রকম ভগবৎ চেতনা নেই, তাহলে তাদের অবশ্যই জঙ্গলের পশুদের মতো অনাহার, দারিদ্র্য এবং অভাবের মধ্যে থাকতে হবে। ভগবান জঙ্গলের পশুদেরও উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রদান করে পালন পোষণ করেন, কিন্তু তাদের কোন রকম ভগবৎ চেতনা নেই। তেমনই, ভগবানের কৃপায় মানুষ অন্ন, শাক, ফল এবং দুধ প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেই অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া। ভগবানের কাছ থেকে সেই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার ফলে, তাদের ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এবং তাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে সেই সমস্ত খাদ্য যজ্ঞরূপে ভগবানের কাছে নিবেদন করা, এবং তারপর ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করা।

ভগবদ্গীতায় (৩/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যাঁরা দেহ এবং আত্মাকে যথার্থভাবে ধারণ করার জন্য যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁরাই প্রকৃত অন্ন গ্রহণ করেন; আর যারা এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে না, তারা অন্নরূপে কেবল রাশি রাশি পাপই আহার করে। এই প্রকার পাপপূর্ণ আহার কখনই মানুষকে সুখী অথবা অভাব-মুক্ত করতে পারে না। মূর্খ অর্থনীতিবিদেরা মনে করে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দুর্ভিক্ষ হয়, সেকথা সত্য নয়। মানবসমাজ যখন ভগবানের কাছে তাঁর সমস্ত উপহারের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে, তখন সমাজে অবশ্যই কোন রকম অভাব বা অনটন থাকে না। কিন্তু, মানুষ যখন ভগবানের এই প্রকার উপহারের বাস্তবিক মূল্য অবগত হয় না, তখন অবশ্যই তারা অভাবগ্রস্ত হয়। ভগবৎ চেতনাবিহীন মানুষ তার প্রাক্তন পুণ্যকর্মের ফলে কিছু দিনের জন্য ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে, কিন্তু যদি সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্মৃত হয়, তাহলে অবশ্যই

প্রকৃতির শক্তিশালী নিয়মের প্রভাবে তাকে অনাহারের অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। যদি মানুষ ভগবৎ চেতনা বা ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন না করে, তাহলে সে শক্তিশালী জড়া প্রকৃতির সতর্ক দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

শ্লোক ৫০

ত্বং নঃ সুরাণামসি সান্বয়ানাং
কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্মযোনৌ
রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ ॥ ৫০ ॥

ত্বম্—হে ভগবান; **নঃ**—আমাদের; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **অসি**—আপনি হন; **স-অন্বয়ানাম্**—বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের দ্বারা; **কূট-স্থঃ**—যিনি অপরিবর্তনীয়; **আদ্যঃ**—যাঁর থেকে বরিষ্ঠ কেউ নেই; **পুরুষঃ**—অধিষ্ঠাতা; **পুরাণঃ**—প্রথম পুরুষ যাঁর কোন স্রষ্টা নেই; **ত্বম্**—আপনি; **দেব**—হে দেব; **শক্ত্যাম্**—শক্তিকে; **গুণ-কর্ম- যোনৌ**—প্রাকৃত গুণ এবং কর্মের কারণকে; **রেতঃ**—প্রজনন বীর্য; **তু**—যথার্থই; **অজায়াম্**—লাভ করার জন্য; **কবিম্**—সমগ্র জীব নিচয়; **আদধে**—সূত্রপাত করেছিলেন; **অজঃ**—যিনি জন্মরহিত।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত দেবতাদের এবং বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের আদি অধিষ্ঠাতা। আপনি পুরাণ পুরুষ এবং অপরিবর্তনীয়। হে ভগবান! আপনার কোন উৎস নেই এবং আপনার থেকে বরিষ্ঠ কেউ নেই। প্রাকৃত জন্মরহিত আপনি আদ্যশক্তি মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য আধান করেছেন।

তাৎপর্য

আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যোনিতে অন্য সমস্ত জীব উৎপাদনকারী ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত জীবের পরম পিতা। কিন্তু সেই পরম পিতার অন্য কোন পিতা নেই। সমস্ত শ্রেণীর প্রতিটি প্রাণী থেকে শুরু করে বিশ্বের আদি স্রষ্টা ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কোন পিতা নেই। তিনি যখন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে প্রাকৃত জগতে অবতীর্ণ হন, তখন এই জগতের নিয়ম অনুসরণ করার জন্য তিনি তাঁর কোন

মহান ভক্তকে পিতারূপে স্বীকার করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তাই কে তাঁর পিতা হবেন, তা মনোনয়ন করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করলে কোন রকম পিতামাতা ব্যতীতই প্রকাশিত হতে পারেন। যেমন, তাঁর নৃসিংহদেবরূপে অবতরণের সময় তিনি স্তম্ভ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন, আবার ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, শ্রীরাম অবতারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পাথর থেকে অহল্যা বেরিয়ে এসেছিলেন। আবার পরমাত্মারূপে তিনি প্রতিটি জীবের সাথী, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয়। জড় জগতে জীবের দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু ভগবান জড় জগতে এলেও তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। সেইটি তাঁর বিশেষ অধিকার।

ভগবদ্গীতায় (১৪/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান জড়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন, এবং তার ফলে প্রথম দেবতা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের সমস্ত জীব প্রকট হয়। ব্রহ্মা এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্তরের সমস্ত জীবাত্মা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সকলের আদি পিতা। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে প্রতিটি জীবের সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের মতো; সেই সম্পর্ক কখনই সমান নয়। কখনও কখনও ভালবাসার ক্ষেত্রে পুত্র পিতার থেকে অধিক হতে পারে, কিন্তু পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। প্রতিটি জীব, তা তিনি যত মহৎ-ই হোন না কেন, এমনকি ব্রহ্মা ও ইন্দ্র পর্যন্ত দেবতারাও পরম পিতা ভগবানের নিত্যদাস। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে অপরা প্রকৃতির সমস্ত গুণের উৎপাদনের উৎস, এবং জড় জগতে জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতিরূপী মাতা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন শরীরে জন্মগ্রহণ করে। জীবের শরীর জড়া প্রকৃতির উপহার, কিন্তু, আত্মা মূলত পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ।

শ্লোক ৫১

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে
বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে ।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা
দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ—অতএব; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **মৎ-প্রমুখাঃ**—মহত্তত্ত্ব থেকে আবির্ভূত; **যৎ-অর্থে**—যেই উদ্দেশ্যে; **বভূবিম**—সৃষ্টি করেছেন; **আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **করবাম**—

করব; কিম্—কি; তে—আপনার সেবা; ত্বম্—আপনি; নঃ—আমাদের; স্ব-চক্ষুঃ—নিজস্ব পরিকল্পনা; পরিদেহি—বিশেষরূপে আমাদের প্রদান করেন; শক্ত্যা—কার্য করার শক্তি; দেব—হে ভগবান; ক্রিয়া-অর্থে—কার্য করার জন্য; যৎ—যার থেকে; অনুগ্রহাণাম্—যাঁরা বিশেষ কৃপা পাত্র তাঁদের।

অনুবাদ

হে পরমাত্মা! সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্ব থেকে যে কার্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন কিভাবে আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করব। দয়া করে আপনি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে আপনার অভিলষিত কার্য সম্পাদন করতে পারি।

তাৎপর্য

ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যারা এই জগতে কার্যরত হবে, সেই সমস্ত জীবেদের জড়া প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চার করেন। এই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে এক দিব্য পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনাটি হচ্ছে, যে সমস্ত বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে চায়, তাদের সেই সুযোগ প্রদান করা। কিন্তু এই সৃষ্টির পিছনে আর একটি পরিকল্পনা রয়েছে—সেটি হচ্ছে জীবাত্মাদের এই উপলব্ধি প্রদান করা যে, ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের উপভোগের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। এইটি হচ্ছে জীবের স্বরূপ। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, এবং অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগের জন্য তিনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেন। এই সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে বিষ্ণুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব (পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং বিভিন্ন শক্তি)—এই সবই এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকার বিস্তার। জীবতত্ত্ব বিষ্ণুতত্ত্ব থেকে ভিন্ন, এবং যদিও তাঁদের মধ্যে শক্তিগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা। কিছু জীব কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। এই প্রবৃত্তি কখন এবং কিভাবে শুদ্ধ জীবদের প্রভাবিত করে, সেই সম্বন্ধে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, জীবতত্ত্বে অতি অল্পমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে জীব জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাই তাকে বলা হয় নিত্যবদ্ধ ।

বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার নিত্যবদ্ধ জীবদের সংশোধন করার সুযোগ দেয়, এবং যাঁরা এই দিব্যজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁরা ধীরে ধীরে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা করার হারানো চেতনা পুনরায় প্রাপ্ত হন। দেবতারাও হচ্ছেন বদ্ধ জীব,

যাঁরা ভগবানের সেবা করার বিশুদ্ধ চেতনা বিকশিত করেছেন, অথচ সেই সঙ্গে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনাও পোষণ করছেন। এই প্রকার মিশ্র চেতনাবদ্ধ জীবকে এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগীয় পরিচালনার কার্যভার প্রদান করা হয়। দেবতাগণকে বদ্ধ জীবদের উপর নেতৃত্ব করার ভার অর্পণ করা হয়েছে। ঠিক যেমন কখনও কখনও পুরানো কয়েদিদের জেলখানার পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, তেমনই দেবতারা হচ্ছেন সংশোধিত বদ্ধ জীব, যাঁরা এই জড় সৃষ্টিতে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কার্য করছেন। জড় জগতে এই সমস্ত দেবতারা ভগবানের ভক্ত, এবং যখন তাঁরা জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সমস্ত জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন তাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন, এবং তখন ভগবানের সেবা করা ছাড়া তাঁদের আর কোন বাসনা থাকে না। তাই কোন জীব যদি জড় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান, তাহলে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের কাছ থেকে শক্তি ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, যা এই শ্লোকে দেবতাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ভগবান কর্তৃক আলোক প্রাপ্ত না হয়ে এবং ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট না হয়ে, কেউ কখনও কোন কিছুই করতে পারে না। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ* । এই সমস্ত স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি, এবং বিস্মৃতিও যা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তা ভগবান কর্তৃক পরিচালিত হয়। বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করেন, আর ভগবানও তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত ঐকান্তিক ভক্তদের সাহায্য করেন।

পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, বিভিন্ন শ্রেণীর জীবসৃষ্টির কার্যভার ভগবান দেবতাদের উপর অর্পণ করেছেন। এখানে তাঁরা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করছেন, যাতে তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য ভগবান তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি প্রদান করেন। তেমনই, যে কোন বদ্ধ জীব সুদক্ষ সদ্গুরুর পরিচালনায় ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রকাশরূপ প্রতিনিধি, এবং যিনি সদ্গুরুর নির্দেশে পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁর শরণাগত হন এবং সেই অনুসারে কার্য করেন, তাঁকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ অনুশীলকারী, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (২/৪১) বলা হয়েছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।